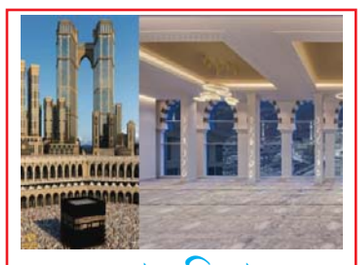

মক্কায় বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু নামাজের স্থান চালু

সারে-জমিন

অঙ্ক পারেনি, ৫০০ বার কান ধরে উঠবস ছাত্রের

রূপসী বাংলা

দেশে চাকরিতে উচ্চবর্ণের নারী কেন কম

সম্পাদকীয়

রহস্যজনকভাবে মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
২২ জানুয়ারি, ২০২৪
৬ মাঘ ১৪৩০
৯ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

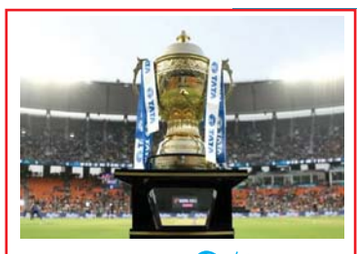

২৫০০ কোটি টাকায় আইপিএলের টাইটেল স্পনসর টাটা

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 22 ■ Daily APONZONE ■ 22 January 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

আট মাস পেরলেও মণিপুর যাননি মোদি: ডেরেক

আপনজন ডেস্ক: তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন রবিবার বলেছেন, আট মাসেরও বেশি সময় ধরে মণিপুর "ছিন্নভিন্ন" হয়ে পড়েছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এখনও সে রাজ্যে পা রাখেননি। মণিপুরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে এক্স-এর একটি পোস্টে তিনি এই মন্তব্য করেন এবং রাজ্যসভায় বিষয়টি উত্থাপনের একটি ভিডিওও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করেছেন ডেরেক। ২১ জানুয়ারি মণিপুর, মেঘালয় ও ত্রিপুরার রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস। আট মাসেরও বেশি সময় ধরে মণিপুর অশান্ত। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী এখনও রাজ্যে আসার কথা ভাবেননি। গত বছরের মে মাস থেকে মণিপুর জাতিগত উত্তেজনার সম্মুখীন হয়েছে, যার ফলে ১৮০ জনেরও বেশি লোক প্রাণ হারিয়েছে। মেইতেই সম্প্রদায়ের তফসিলি উপজাতি (এসটি) মর্যাদার দাবির বিরোধিতা করে পার্বত্য জেলাগুলিতে 'আদিবাসী সংহতি মার্চ' সংগঠিত হওয়ার পরে ৩ মে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। মণিপুরের জনসংখ্যার প্রায় ৫৩ শতাংশ নিয়ে গঠিত, মেইতেইরা মূলত ইম্ফল উপত্যকায় বাস করে, অন্যদিকে নাগা ও কুকিদের অন্তর্ভুক্ত উপজাতিরা ৪০ শতাংশ গঠন করে এবং প্রধানত পার্বত্য জেলাগুলিতে বাস করে।

রাম মন্দির উদ্বোধনের জন্য ওপিডি বন্ধ নয়, মত বদল এইমসের

আপনজন ডেস্ক: অযোধ্যা রাম মন্দিরে অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত ওপিডি পরিষেবা বন্ধ রাখার আগের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে সোমবার অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস) খোলা থাকবে। রবিবার এইমসের তরফে একটি নতুন অফিস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০ জানুয়ারির অফিস মেমোরেন্ডামের ধারাবাহিকতায়, রোগীদের যে কোনও অসুবিধা এড়াতে এবং রোগীদের যত্নের সুবিধার্থে বহির্বিভাগ পরিষেবা (ওপিডি) সহ সমস্ত ক্লিনিকাল পরিষেবা খোলা থাকবে।
পরে লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজও ঘোষণা করে, ওপিডি, ইমার্জেন্সি-সহ সমস্ত পরিষেবা সোমবার জুড়ে চালু থাকবে।
শনিবার দিল্লির এইমসের তরফে একটি স্মারকলিপিতে জানানো হয়, রাম মন্দির অভিষেক অনুষ্ঠানের কারণে ২২ জানুয়ারি অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সমস্ত কর্মচারীদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে ২২ শে জানুয়ারি বিকেল সাড়ে ১৪টা পর্যন্ত ইনস্টিটিউট অর্ধদিবস বন্ধ থাকবে। সমস্ত কেন্দ্রের প্রধান, বিভাগীয় প্রধান, ইউনিট এবং শাখা কর্মকর্তাদের তাদের অধীনে কর্মরত সমস্ত কর্মীদের নজরে আনার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছিল যে জরুরি ও জরুরি পরিষেবাগুলি কার্যকর থাকবে।
সোমবার অযোধ্যা রাম মন্দিরে অভিষেক অনুষ্ঠান হবে। এইমসের অর্ধদিবস শাটডাউন বিজ্ঞপ্তি ব্যাপক হৈচৈ ফেলে দেয়। অনেকে উল্লেখ করেছে, রোগীরা প্রিমিয়ার হেলথ ফ্যাসিলিটিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে কয়েক সপ্তাহ এবং কখনও কখনও মাসের পর মাস অপেক্ষা করেন। হঠাৎ করে ওপিডি পরিষেবা বন্ধ করে দিলে তাঁদের চরম অসুবিধা হবে, বিশেষ করে যাঁরা দিল্লির বাইরে থেকে সরকারি পরিষেবার আশায় এসেছিলেন।
রবিবার সকালে এইমস-দিল্লি একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে যে ওপিডি অ্যাপয়েন্টমেন্টের সাথে রোগীদের পরিচর্যা করার জন্য খোলা থাকবে যাতে তাদের কোনও অসুবিধা না হয়। রাজধানীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র সফদরজং হাসপাতাল জানিয়েছে যে ওপিডি নিবন্ধন সকাল ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে হবে এবং সমস্ত নিবন্ধিত রোগীদের চিকিৎসা করা হবে। দুপুর পর্যন্ত হাসপাতালে ফার্মেসি পরিষেবা চলবে।
এর আগে অযোধ্যা অনুষ্ঠানের অর্ধদিবস বিরতির জন্য এইমসের ঘোষণার কড়া সমালোচনা করেছিলেন বিরোধী নেতারা। রাজ্যসভার সাংসদ তথা শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে) নেত্রী প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী এক্স-কে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক পোস্ট করে এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। গতকালই এই পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাকেত গোখলে। তিনি পোস্টে লেখেন, দিল্লির এইমসে বলা হয়েছে, ভারতের বৃহত্তম সরকারি হাসপাতাল এইমস সোমবার দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। আক্ষরিক অর্থেই এইমসের গেটে ঠান্ডায় বাইরে ঘুমোচ্ছেন মানুষ, অ্যাপয়েন্টমেন্টের অপেক্ষায়। গরিব ও মৃত্যুপথযাত্রীরা অপেক্ষা করতে পারেন, কারণ ক্যামেরা ও জনসংযোগের জন্য মোদির হতাশাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
অন্যদিকে, রবিবার শিক্ষা অধিদপ্তর একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যাতে বলা হয়েছে, দিল্লির সমস্ত সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল সোমবার সকালে বন্ধ থাকবে যাতে রামলালা প্রাণ প্রতিষ্ঠায় অংশ নিতে পারে কর্মচারীরা।

আযোধ্যায় এআই ভিত্তিক ড্রোন, ১০০০০ সিসিটিভির নজরদারি

আপনজন ডেস্ক: রাম মন্দিরে অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য অযোধ্যায় একটি বহু-স্তরীয় সুরক্ষা কভার রাখা হয়েছে, যেখানে ১০,০০০ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সজ্জিত ড্রোন অনুষ্ঠানস্থলে সাদা পোশাকে মোতায়েন করা মানুষ এবং পুলিশ কর্মীদের গতিবিধির উপর নজর রাখা হয়েছে। ধর্মম পথ এবং রাম পথ থেকে শুরু করে হনুমানগড়ি এলাকা এবং আশরফি ভবন রোডের বাইলেনগুলিতে পুলিশকে রাস্তায় টহল দিতে দেখা যায়।
শনিবারও অযোধ্যায় নজরদারি চালিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড (এটিএস) জওয়ানরা। এক বরিষ্ঠ পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, মন্দির শহরে নিরাপত্তা জোরদার করতে সমন্বিত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে মাইন বিধ্বংসী ড্রোনের ব্যবহারের পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সজ্জিত ড্রোনের নজরদারিতে রয়েছে অযোধ্যা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমর্থিত ড্রোনগুলি যখন অযোধ্যা জুড়ে আকাশপথে নজরদারি চালাচ্ছে, তখন অ্যান্টি-মাইন ড্রোনগুলি একই সঙ্গে মাইন বা বিস্ফোরকের জন্য মাটি পরিদর্শন করছে।
মাটি থেকে এক মিটার উচ্চতায় কাজ করা অ্যান্টি-মাইন ড্রোনগুলি ভূগর্ভস্থ বিস্ফোরক সনাক্ত করার জন্য স্পেকট্রোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য সনাক্তকরণের মতো উন্নত প্রযুক্তিতে সজ্জিত। শহরের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রসিংয়ে কাঁটাতারও যুক্ত করা হয়েছে।

ন্যায় যাত্রাকে ঘিরে নেলি দাঙ্গার হুঁশিয়ারি দিলেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির চলমান 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'কে কেন্দ্র করে রবিবার সারা দিনই আসামে বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে। একদিকে দলের রাজ্য সভাপতি ভূপেন বরাকে আক্রমণ করার পাশাপাশি জাতীয় স্তরে দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা জয়রাম রমেশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কংগ্রেস। পাশাপাশি রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, তাদের যাত্রা এবং মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে রোধ না করতে পেরে এখন সরাসরি তাদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে বিজেপি। এ ছাড়া অন্যত্র কংগ্রেস আক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির নেতারা। তিনি বলেন, 'তারা (সরকার) মনে করে তারা জনগণকে হুমকি দিতে পারে, দমন করতে পারে। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারছেন না এটা রাহুল গান্ধির যাত্রা নয়। এটি মানুষের কণ্ঠস্বরের জন্য একটি যাত্রা। রাহুল গান্ধী বা রাজ্যের মানুষ কেউই তাদের ভয় পান না।
রবিবার আসামের শনিতপুর জেলায় পদযাত্রা চলাকালীন পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে গাড়ি থেকে নেমে বিজেপির সমর্থকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার চেষ্টা করেন রাহুল গান্ধী। বিজেপি সমর্থকেরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নাম করে স্লোগান দিচ্ছিলেন। পরে রাহুল জানান, তিনি গাড়ি থেকে নামার পরে বিজেপির সমর্থকেরা ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যান।কংগ্রেসের অভিযোগ, শনিতপুর জেলায় আসাম কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার ওপর হামলা হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে জেলার জামুগুড়িহাটে আক্রমণ করা হয়। তবে ভূপেন বরা অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন কংগ্রেসের এক মুখপাত্র।হামলার সত্যতা স্বীকার করেছেন শনিতপুর পুলিশ সুপার সুশান্ত বিশ্বশর্মা। তিনি প্রচারমাধ্যমকে জানিয়েছেন, অভিযোগটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
কংগ্রেসের অভিযোগ, জাতীয় স্তরে দলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে শনিতপুর জেলায়।
সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির যোগাযোগ সমন্বয়কারী মহিমা সিং সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, রমেশের গাড়ি থেকে পদযাত্রার স্টিকার ছিঁড়ে ফেলা হয়। হামলাকারীরা গাড়িতে বিজেপির পতাকা লাগানোরও চেষ্টা করে।
বিভিন্ন স্থানে পদযাত্রার প্রচারের সামগ্রী ভাঙচুর করা হয়েছে বলেও কংগ্রেসের অভিযোগ।
এদিকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন, সোমবার রামমন্দির উদ্বোধনের দিনে রাহুল গান্ধি ষোড়শ শতকের অসমিয়া সাধক এবং সমাজসংস্কারক শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের জন্মস্থান বটদ্রবা থান পরিদর্শন করতে পারবেন না। বটদ্রবায় মঠ ও মন্দির পরিচালনা কমিটিও রাহুল গান্ধিকে সোমবার নগাঁও জেলার বটদ্রবায় পরিদর্শনে যেতে নিষেধ করেছে।
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা অবশ্য শুধু রাহুল গান্ধিকে বটদ্রবায় যেতে নিষেধই করেননি, তিনি রবিবার বলেছেন রাহুল গান্ধি এমন পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছেন যা ১৯৮৩ সালে রাজ্যে নেলি গণহত্যার কারণ হয়েছিল। ১৯৮৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি আসামের মরিগাঁও জেলায় (বর্তমানে নগাঁও) নেলি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। এর জেরে সেখানে বহিরাগত বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে প্রায় ২ হাজার মানুষ নিহত হয়েছিলেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন বাঙালি মুসলমান। সেই প্রসঙ্গ টেনে বিশ্বশর্মা বলেছেন, রাহুল গান্ধি ইচ্ছাকৃতভাবে মরিগাঁও এবং আশপাশের অঞ্চল থাকার জন্য বেছে নিয়েছেন, যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ৬০ শতাংশের বেশি। ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা চলাকালীন কোনও অশান্তি দেখলে সরকার একটি বিশাল কমান্ডো ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করা হবে।

৬ মাসের জন্য অর্থ দফতরের দায়িত্ব দিলে রাজ্যের হাল পাল্টে দেব: নওশাদ

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: একুশে জানুয়ারি 'ইন্ডিয়ান সেকুলার ফন্টে'র (আইএসএফে) প্রতিষ্ঠা দিবস কার্যত ভিন্নভাবে পালন করল নওশাদরা। চেয়ার নেই! গ্যালারি ফাঁকা! আইএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবসে একেবারে অন্য ছবি দেখা গেল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। আদালতের নির্দেশ মতো শর্ত সাপেক্ষে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সভা করার অনুমতি পেয়েছিল আইএসএফ। ১০০০ জনের অনুমতি থাকলেও মেঝের উপরে চেয়ার ছাড়া মঞ্চে ম্যাটে বসেছিলেন শুধু নওশাদ সিদ্দিকী সহ হাতে গুণে জনা ১২ জন আইএসএফ নেতৃত্ব। তবে এ দিন বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের আয়োজনের আয়োজন করে আইএসএফ। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা থেকে সুর চড়ান দলের চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, '২০২৪-এ আমি আবার বলছি, ডায়মন্ড হারবারে লড়াই করব। ডায়মন্ড হারবারে পরাজিত করে আমরা ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে আমরা বিজয়োৎসব করব। এখনও আমি নমিনেশন জমা করিনি, আর তাতেই দেখছি কালীঘাট থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। বলছে, বিধবা ভাতা না বার্ধক্যভাতা চুরি হয়েছে। প্রায় ৯ বছর পরে ঘুম ভেঙেছে! আমি যদি নমিনেশন করি, তাহলে পিসি-ভাইপোর কী হবে, বোঝাই যাচ্ছে। ২০২৪-এ ভাইপোকে পরাজিত করে কালীঘাটে পাঠাব'। নওশাদের অভিযোগ, কোনও দাবি উঠলেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর্থিক সমস্যার কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে নওশাদ বলেন, ৬ মাসের জন্য তাকে অর্থদফতরের দায়িত্ব দেওয়া হোক। দেখিয়ে দেব, কীভাবে তা চালাতে হয়, পাল্টে দেব রাজ্যের হাল।

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ

INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR

স্টল নং ৪৬৬

(৭ নং ও ৮ নং গেট-এর সন্নিকটে)

১৮-৩১ জানুয়ারি, ২০২৪

(সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণ, সল্টলেক)

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
www.aponzonepatrika.com

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

বইমেলায় স্টল নং ২২৪ ৩ নং গেটের পাশেই

মূল আরাবীসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারীর কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবী ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট্ প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তাক্ত ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

প্রথম নজর

জোর নজর পশ্চিমবাংলায়, ফের কলকাতা সফরে ভগবত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ফের রাজ্যে আসছেন মোহন ভগবত। থাকবেন টানা তিনদিন। লোকসভা ভোটের আগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক প্রধানের ঘনঘন বাংলায় আসা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও সূত্রের খবর, সাংগঠনিক কোনও বৈঠক নয়, ব্যক্তিগত কাজেই শহরে আসছেন ভগবত।

২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন। রামলালা প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘিরে সেখানে বিরাট আয়োজন। থাকবেন মোহন ভগবতও। সেই অনুষ্ঠান সেরে ২২ জানুয়ারি রাতেই কলকাতায় আসবেন তিনি। জানা গিয়েছে, কলকাতায় এক বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। পরদিন অর্থাৎ ২৩ জানুয়ারি সকালে যাবেন বারাসত। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মবার্ষিকীতে 'নেতাজি লহ প্রণাম' অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। পরদিন অর্থাৎ ২৪ জানুয়ারি ফিরে যাবেন। গোটা সফরে কোনও সাংগঠনিক বৈঠক নেই আরএসএস প্রধানের। প্রসঙ্গত, বর্ষশেষে দু'দিনের সফরে কলকাতায় এসেছিলেন সংঘপ্রধান।

দুস্থদের কম্বল বিতরণ করল গলসি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: রাজ্যে বেশ কিছুদিন ধরে বেড়েছে শীতের প্রকোপ। যারজন্য বহু জায়গায় শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ শুরু হয়েছে। বাজার সংলগ্ন এলাকার দুস্থ দরিদ্র মানুষের কথা ভেবে মহতি উদ্দ্যোগ নিল গলসি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন। এদিন তারা এলাকার দুস্থ ও ভিক্ষুকদের হাতে কম্বল তুলে দেন। জানা গেছে, গলসি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন সারাবছরই বাজার সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম করে থাকে। যেখানে সহযোগিতা করেন বাজারের সকল ব্যবসায়ীরা। বিগত দিনেও তাদের বহু কাজে উপকৃত হয়েছেন বহু মানুষ। এদিন তারা এলাকার দুশো অধিক মানুষের হাতে কম্বল তুলে দিন। তাদের কাজের প্রশংসা করেছেন অনেকেই।

মিড ডে মিল ঠিকমতো না দেওয়ার অভিযোগে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে শোকজ বিডিও-র

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৪৯ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ঠিক মতো মিড-ডে-মিল দেওয়া হয় না, এমনকি অনেক সময় পাতেও পড়ে না ডিম!এমনই অভিযোগ ছিল এলাকার মানুষদের।শনিবার কুলগাছিয়ার যশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে যান উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। এদিন বিডিও কে সামনে পেয়ে গ্রামবাসীরা ক্ষোভ উগরে দেন আইডিএস কর্মী ও সহায়িকার বিরুদ্ধে!গ্রামবাসীদের অভিযোগ নিয়ে ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা ওই অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের সঙ্গে কথা বলেন।বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক জানান,গ্রামবাসীদের অভিযোগ সম্পূর্ণই ঠিক!যার কারণে ওই বিদ্যালয়ের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাকে শো-কজ করা হয়েছে!এবং তিন দিনের মধ্যে তাঁদের উওর দিতে বলা হয়েছে।এদিনের এই সারপ্রাইজ ভিজিটে বিডিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ চম্পা সামন্ত,চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহদেব রুইদাস,উপ-প্রধান রেজাউল হক মোল্লা,উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের অফিসার সেখ আজারউদ্দিন,চন্দন দাস,সুনিত আচারিয়া,নাজির হোসেন মিদ্দে, সৌনক গাঙ্গুলি প্রমুখ।

কল্যাণ আবাস সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: পিংকি, মামনিদের মুখগুলো খুশিতে ঝলমল করছে।চারটি জেলার বিভিন্ন হোম থেকে আসা ঐ ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো আজ পড়ার বই এর বাইরে বেরিয়ে নিজেদের অন্য প্রতিভা গুলো মেলে ধরার সুযোগ পেয়েছে একদম পিকনিক মুডে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের অধীনে কল্যাণ আবাস সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল হুগলি জেলার জনশিক্ষা প্রসার দপ্তর। উত্তরপাড়া জয় কৃষ্ণ লাইব্রেরীতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আড়াইশোর বেশি ছাত্র ছাত্রীরা এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। নাটক, সমবেত নৃত্য, এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে প্রতিযোগীরা তাদের সাংস্কৃতিক মানসিকতার শৈলী তুলে ধরে। হুগলি জেলার জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিক, সুদীপ্তা মজুমদার জানান, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে আগত ১৬টি হোমের ২৫০এর বেশী ছাত্র ছাত্রী এবং তাদের পরিদর্শকদের নিয়ে প্রায় চারশোজন কে নিয়ে'জোন সি'-তে এই প্রতিযোগিতা সংঘটিত হয়। অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের হেলথ চেক আপেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাছাড়া দুর থেকে আসা ছাত্র ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন উত্তরপাড়ার পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক এবং চাঁপদানি এর বিধায়ক অরিন্দম গুইন, উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক মুক্তা আর্য্যা, শিক্ষা কর্মাদক্ষ্য সুবীর মুখোপাধ্যায়, উত্তর পাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) অমিতেন্দু পাল সহ জেলার অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা রাসবিহারী বসুর মৃত্যুদিন পালিত

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: মহান স্বাধীনতার সংগ্রামী বীর বিপ্লবী তথা আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা রাসবিহারী বসুর মৃত্যু দিন পালিত হল গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তার জন্মভূমি রায়না সুবলদহগ্রামে। প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন রায়নার বিধায়িকা শম্পা ধারা তারপর বিপ্লবী প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। একুশে জানুয়ারি ১৯৪৫ সালে এই দিনে মহান বীর বিপ্লবী ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির প্রতিষ্ঠাতা রাসবিহারী বসু জাপানের টোকিওতে মৃত্যুবরণ করেন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে রাসবিহারী বসু অমর অক্ষয় হয়ে রয়েছেন। বিশেষজ্ঞ এবং ঐতিহাসিকরা বলেন রাসবিহারী বসু জন্ম গ্রহণ না করলে এবং

আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠা না হলে ভারতের স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে যেত। ২৫ শে মে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে রায়নার সুবলদহ গ্রামে রাসবিহারী বসু জন্মগ্রহণ করেন। কুরআনে হাফেজ এক মৌলভী সাহেবের স্কুলে প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু করেন। ওই মৌলভী সাহেবের অনুপেরনায় গভীরভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হন। ছদ্মবেশ ধারণ করে ইংরেজ পুলিশকে ধোঁকা দিতে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর জাপানে এবং সিঙ্গাপুরে পরাজিত ভারতীয় সৈনিক দেরকে একত্রিত করে তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। এই আজাদ হিন্দ বাহিনী আরেক বীর বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী সুভাষ চন্দ্র বসুকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর আপোষহীন অসম লড়াইয়ের ফলে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে ভারত রত্ন দিয়ে সম্মানিত করেননি ও বিপ্লবীর বসত বাটি আজও অবহেলিত। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের মন্ত্রী বারবার এসেছেন বিপ্লবীর ভিটেয় কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অবজ্ঞায় অবহেলায় আজও তার বসতভিটা।

আজ সকাল থেকে উত্তেজনাপ্রবণ এলাকায় পুলিশের কড়া নজরদারি ও টহল চলবে

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: রাম মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশকে বিশেষ সতর্ক করা হল। গোয়েন্দা দপ্তরের সূত্র অনুযায়ী, সোমবার সকাল থেকেই উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ এবং কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। সোমবার রাতে কলকাতায় পা রাখছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভগবত। সোমবার দুপুর থেকেই আরএসএসের একনিষ্ঠ সদস্যরা কলকাতা এবং শহরতলীর বিভিন্ন পয়েন্টে জড়ো হয়ে রাম মন্দির উদ্বোধন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন। শহর এবং শহরতলীর বিভিন্ন এলাকায় বড় জায়ান্ট স্কিন লাগিয়ে রাম মন্দির উদ্বোধন কার্যক্রম দেখানো হবে। শুধু তাই নয় প্রসাদ বিতরণ ও পূজাঅর্চনা হবে বিভিন্ন এলাকায়। গোয়েন্দারা দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলাকে বিশেষভাবে উত্তেজনাপ্রবণ বলে চিহ্নিত করেছে। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলি হল হাওড়া হুগলি উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলা।

উত্তরবঙ্গে রাম মন্দির উদ্বোধন কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট উত্তেজনরা রয়েছে বলে গোয়েন্দারা তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে। রাঢ় অঞ্চলে বিভিন্ন এলাকায় রাম মন্দির উদ্বোধন কার্যক্রম দেখানো কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে গোয়েন্দারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। কলকাতার বড়বাজার বেলগাছিয়া সেন্ট্রাল এভিনিউ এবং হাওড়ার জি টি রোড সংলগ্ন একাধিক এলাকায় তাই সোমবার সকাল থেকেই কলকাতা পুলিশ এবং হাওড়া কমিশনার্ড কে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন গোয়েন্দারা। ব্যারাকপুর ও বিধাননগর কমিশনারেটকে বিভিন্ন এলাকা চিহ্নিত করে করা পেট্রোলিন ব্যবস্থা রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাকসার্কাস পর্যন্ত সংহতি মিছিল করবেন। সেই মিছিলের রুটে কড়া পুলিশি নজরদারির পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে থাকা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা তে সকাল থেকে লালবাজারের কন্ট্রোল রুমের নজরদারি জোরদার করা হচ্ছে। রাজ্য পুলিশের বিজি রাজীব কুমার আগেই নির্দেশ দিয়েছেন সোমবার পুলিশের অনুমতি না নিয়ে কোথাও মিছিল করা যাবে না।

কিন্তু মিছিল না হলেও বিভিন্ন এলাকায় মঞ্চ বেঁধে রাম মন্দির উদ্বোধনের কার্যক্রম পালনের যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তাকে কেন্দ্র করে যাতে অশান্তি না হয় তার জন্য পুলিশকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বই প্রকাশে বিমান বসু

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার কলকাতা বইমেলায় দেশহিতৈষী থেকে "প্যালেস্তাইন : প্রতিরোধের বর্ণমালা" "ডক্টর মার্কস থেকে বিপ্লবী মার্কস" এবং মার্কসবাদী পথের "উপনিবেশবাদ মুক্ত প্যালেস্তিনীয় চেতনা" বইগুলির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র, মহম্মদ সেলিম, কমরেড শমীক লাহিড়ী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বইমেলায় গণশক্তি, এনবিএ, ছাত্র সংগ্রাম, যুবশক্তি, নন্দন, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘর স্টলে বইগুলো পাওয়া যাবে।

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিনের সময়সূচি পূর্বের ন্যায় রাখতে হবে: এসআইও

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● কলকাতা

আপনজন: সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদ মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার সময়সূচি আকস্মিক বদল করেছে। নতুন সূচি অনুযায়ী সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে পরীক্ষা বেলা ১টা পর্যন্ত চলবে। ছাত্র সংগঠন এসআইও এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়েছে। এসআইও মনে করে এই সিদ্ধান্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য নেতিবাচক। বিশেষত, যে সমস্ত পরীক্ষার্থীদের অনেকটা রাস্তা পাড়ি দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে হয় তারা ব্যাপক সমস্যায় পড়বে। এদিন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সাইদ মামুন বলেন,"শিক্ষা পর্ষদের এই সিদ্ধান্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিপাকে ফেলেছে। রাজ্যে এমনও পরীক্ষার্থী রয়েছে যাদেরকে ১০ কিমির বেশি রাস্তা পাড়ি দিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে হয়।" তিনি আরও বলেন, "মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হল একজন পড়ুয়ার জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দুই পরীক্ষা তাই সে খুব স্বাভাবিক ভাবেই মানসিক উত্তেজনার শিকার হয়।

পরীক্ষা শুরুর সময় এগিয়ে আসলে ছাত্র-ছাত্রীদের সময়মতো পরীক্ষা কক্ষে পৌঁছানোর জন্য মাথায় অতিরিক্ত চাপ বাড়বে যে তাদের পরীক্ষার খাতায় উত্তর লেখার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।"

তিনি শিক্ষা দপ্তরের এই হঠকারি সিদ্ধান্তকে ধিক্কার জানিয়ে বলেন যে, পরীক্ষার সময়এগিয়ে নিয়ে আসার মত পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে পরীক্ষার্থী ও শিক্ষক মহলের সঙ্গেপরামর্শ করা আবশ্যক। সাইদ মামুন আগের মত বেলা ১১টা ৪৫ মিনিট থেকেই পরীক্ষা গ্রহণের সূচী বহাল রাখার দাবি জানান।

অঙ্ক পারেনি, ৫০০ বার কান ধরে উঠবস ছাত্রের

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: অংক পারেনি, তাই শাস্তি হিসেবে ৫০০ বার কান ধরে উঠবস করতে হবে ছাত্রকে! ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থানার গোবরা এলাকায়। সূত্রের খবর, গোবরা জুনিয়র হাইস্কুলে এই ধরনের শাস্তির ভয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণীর ওই পড়ুয়া। ওই ছাত্রের বক্তব্য, গত ১৫ তারিখে ১০০ বার এবং তারপর ১৬ তারিখে ৫০০ বার কান ধরে উঠবস করানো হয় তাকে। বাড়িতে এসে গা হাত-পা ব্যথা করে তার। পরিবারের লোক জানতে পেরে কানাপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে ওই পড়ুয়াকে। বর্তমানে তার অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বলে পরিবার সূত্রে খবর।

অভিযুক্ত শিক্ষক বিল্টু মজুমদারের বিরুদ্ধে ভগবানগোলা থানা এবং ভগবানগোলা এক ব্লকের বিডিওর কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই পড়ুয়ার অভিভাবক।

যদিও ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রমেন মালাকার এবং অভিযুক্ত শিক্ষক বিল্টু মজুমদারের দাবি, 'পড়াশোনা না করায় শুধুমাত্র বকাবকি করা হয়েছে তাকে। তার অভিভাবককে ডাকা হয়েছিলো, তাই হয়তো মেনে নিতে না পেরে তারা এ ধরনের অভিযোগ করছেন।'

অগ্নিদগ্ধ বাড়ি, বৃদ্ধার পাশে মন্ত্রী

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ফের মানবিক মন্ত্রী তথা মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন। গতকাল রাতে মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের আলিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশ্বাস পাড়া এলাকায় বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে যায় একটি বাড়ি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে সেই বাড়িতে বৃদ্ধ মা এবং প্রতিবন্ধী এক মেয়ে থাকতেন হঠাৎ কিভাবে আগুন লাগল কেউ বুঝে উঠতে পারছে না। স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে যদিও সর্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। রবিবার দুপুরে সেখানে পৌছান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন জলপথ ও সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সভাপতি মোঃ ওবায়দুল্লাহ সহ একাধিক জনপ্রতিনিধিরা এদিন মন্ত্রী সেই পরিবারের হাতে বিভিন্ন সামগ্রী ছাড়াও আর্থিক সাহায্য করেন এবং তিনি আরো আশ্বাস দেন তাদের পাশে থাকবেন এবং কিছুদিনের মধ্যে পুনরায় তাদের বাড়ি নির্মাণ করে দেবেন।

হরিহরপাড়ায় তৃণমূল ছেড়ে আইএসএফে যোগ

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: আইএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবসে তৃণমূল ছেড়ে ৫০ জন কর্মী আইএসএফে যোগ দিলেন। রবিবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লক আইএসএফ্ এর উদ্যোগে হরিহরপাড়া ব্লক কার্যালয় অফিসের সামনে পতাকা উত্তোলন করা হয়। এবারে চতুর্থ বর্ষ আইএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবস বলে জানা যায়। ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন নিয়ে আলোচনা করেন ব্লক অবজারভার সনত শর্মা। এদিন প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন শেষে আই এস এফ-এ যোগদান সভা করা হয়। জানা যায় হরিহরপাড়া ব্লকের ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূলের বুথ কমিটির সদস্য সহ ৫০ জন কর্মী তৃণমূল ছেড়ে আই এস এফ এ যোগদান করেন। আর এই যোগদান সভা নিয়ে কটাক্ষ করেন হরিহরপাড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আহাতাব উদ্দিন শেখ তিনি বলেন যারা দলে যোগ দিয়েছেন তারা তৃণমূলের কেউ ছিলেন না। বাদ পড়া কেউ চার থেকে পাঁচ জন যোগ দিলে ওরা বাড়িয়ে ৪০-৫০ জন বলে বাজার গরম করছে বলে জানান তিনি।

রাজনীতিতে ফেরার জল্পনা উসকে অনুগামীদের ভিড়ে বাবু মাস্টার

এম মেহেদী সানি ● বসিরহাট

আপনজন: হাসনাবাদের বরুনহাটে বিগত দিনের এক প্রবীণ রাজনৈতিক সহকর্মীকে দেখতে এসেছিলেন সাম্প্রতিক সময়ের রাজনৈতিক মহলে বহুলালোচিত ফিরোজ কামাল (বাবু মাস্টার)। এ দিন বাবু মাস্টারের সমর্থকদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি কার্যত বাবু মাস্টারকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে কর্মসূচি বাতিল করতে হয় বাবু মাস্টা কে। বিপুল কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে হাসনাবাদ হিঙ্গলগঞ্জ রোড প্রায় আধঘন্টা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী, কর্মসূচি বাতিল করে স্থান ছাড়েন বাবু মাস্টার। স্থানীয় সূত্রে খবর, উপস্থিত বাবু মাস্টার সমর্থকদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি বামফ্রন্ট সহ অন্যান্য দলের কর্মী-সমর্থকরাও উপস্থিত ছিলেন। তাদের অবশ্য দাবী, দল বড় নয় তাদের কাছে ব্যক্তি হিসেবে বাবু মাস্টার অনেক বড় স্থানে রয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অবশ্য মনে করছেন বাবু মাস্টার তৃণমূলেই ফিরবেন। গত কয়েকদিন আগে হাসনাবাদের ভেবিয়া হরিসভার মহারাজের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করতে যাওয়ার সময় কয়েক হাজার অনুগামীদের নিয়ে অরাজনৈতিক ভাবে মিছিল করেন বাবু মাস্টার । এ দিন রবিবার আবারও একই চিত্র দেখা গেল হাসনাবাদ ব্লকের বরুনহাটে। এদিন বাবু মাস্টারকে দেখামাত্রই হাজার হাজার মানুষ উচ্ছ্বাসে ভেসে যান । এই নেতার পরিচয় বলতে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ মডেল হাইস্কুলের শিক্ষক । সেই চাকরি অবশ্য পেয়েছিলেন ২০০১ সালে বাম জমানায় । রাজ্যে পালাবদলের পর সিপিএম ছেড়ে তিনি তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী ও জেলা তৃণমূলের দাপুটে নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হাত ধরে যোগ দের শাসকদলে । ২০১৮ সালে জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দলের তরফে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় তৃণমূল নেতা ফিরোজ কামালকে । সেবার লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্র থেকে নুসরাত জাহান বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। এরপর থেকেই বিভিন্ন ইস্যুতে শাসকদলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে ফিরোজ কামালের । ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখান বাবু মাস্টার। যদিও ভোটের কয়েক মাসের মধ্যেই বিজেপির প্রতি মোহভঙ্গ হয়ে দল ছাড়েন তিনি। চেষ্টা করেন পুরনো দল তৃণমূলে ফিরে আসার। যদিও সেই সময় তৃণমূল নেয়নি বাবু মাস্টারকে।

বইমেলায়...

কলকাতা বইমেলায় 'আপনজন' স্টলে রবিবার বিশিষ্ট শিক্ষক সঙ্গীত হালদার ও উ. ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ।

প্রথম নজর

গাজায় নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর অব্যাহত হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ১৬৫ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ২৮০ জন আহত হয়েছে। এতে ৭ অক্টোবর থেকে চলমান এ সংঘাতে ফিলিস্তিনে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ হাজার ৯২৭ জনে। পাশাপাশি এ সময় আহত হয়েছে আরো ৬২ হাজার ৩৮৮ জন। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শনিবার এ তথ্য জানিয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, অনেক মানুষ এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় আটকে আছে। কারণ উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছতে পারছেন না। ফিলিস্তিনি সংবাদমাধ্যম ওয়াফা এদিন আরো জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনী দক্ষিণ গাজা উপত্যকার খান ইউনিসের উত্তর-পূর্বে আল-কারারা শহরে একাধিক বাড়ি ধ্বংস করেছে। এতে বেশ কয়েকজন নিহত এবং অন্যরা আহত হয়েছে।

চিকিৎসক সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদ সংস্থাটি জানিয়েছে, খান ইউনিসে একটি বিমানের সরাসরি লক্ষ্যবস্তুতে একজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলো এদিন খান ইউনিসের পূর্ব ও দক্ষিণে বনি সুহাইলা, আল-জানা, আবাসান এবং বাতন আল-সামিন এলাকায় তীব্র হামলা চালায়। উত্তর গাজা উপত্যকার জাবালিয়া শহরে অনেক ক্ষেপণাস্ত্রসহ গোলাবর্ষণ করে।

৭ অক্টোবর হামাসের আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় হামলা চালাচ্ছে। তেল আবিব জানিয়েছে, হামাসের ওই হামলায় প্রায় এক হাজার ২০০ জন নিহত হয়েছে।

এদিকে জাতিসংঘের মতে, গাজার প্রায় ৮৫ শতাংশ বাসিন্দা ইসরায়েলি আক্রমণে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তাদের সবাই খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় ছাড়াই বসবাস করছে।

যাত্রা শুরু করছে টাইটানিকের চেয়েও সাড়ে ৫ গুণ বড় প্রমোদতরি

আপনজন ডেস্ক: আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রমোদতরি 'আইকন অব দ্য সিজ'। চলতি মাসের ২৭ তারিখ যাত্রা শুরু করতে যাওয়া রয়্যাল ক্যারিবিয়ান ইন্টারন্যাশনালের মালিকানাধীন এই প্রমোদতরিটি বিশ্বখ্যাত জাহাজ টাইটানিকের চেয়েও প্রায় সাড়ে পাঁচ গুণ বিশাল।

জানা গেছে, আইকন অব দ্য সিজের দৈর্ঘ্য ৩৬৫ মিটার বা প্রায় ১ হাজার ২০০ ফুট। এর আনুমানিক ওজন ২ লাখ ৫০ হাজার ৮০০ টন। ওজন ধারণের ক্ষমতা বোঝাতে বলা যায়, প্রমোদতরিটি দুটি সিএন টাওয়ারকে ভাসিয়ে রাখতে পারবে। কানাডার টরন্টোয় অবস্থিত সিএন টাওয়ারের উচ্চতা প্রায় ৫৫৩ মিটার বা ১ হাজার ৮১৫ ফুট। অন্যদিকে, ১৯১২ সালে তখনকার সময় বিশ্বের সবচেয়ে বড় যাত্রীবাহী জাহাজ ছিল টাইটানিক। এর দৈর্ঘ্য ছিল ৮৫২ ফুট এবং এর ওজন ছিল ৪৬ হাজার ৩২৯ টন যা আইকন অব দ্য সিজের পাঁচ ভাগের একাংশের চেয়ে কিছু কম ছিল। প্রায় ১১১ বছর আগে বিপুল উৎসাহ-কৌতূহল নিয়ে সেই টাইটানিক জাহাজে চড়েছিলেন হাজারো মানুষ। প্রথম যাত্রাতেই আটলান্টিকে ডুবে যায় সেই ঐতিহাসিক জাহাজ। কত শোকগাথা, গল্পগাথা, চলচ্চিত্র সেই জাহাজকে ঘিরে। দিন গেছে, তারপর টাইটানিকের চেয়ে আরো বড় জাহাজ এসেছে। কিন্তু টাইটানিকের মতো বিশ্ববাসীর মনের গভীরে আর কোনোটিই সেভাবে জায়গা করে নিতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার মিয়ামি উপকূলবর্তী ক্যারিবীয় সাগর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই প্রমোদতরিটি।

মক্কায় বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু নামাজের স্থান চালু

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের মক্কায় নির্মিত বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ঝুলন্ত নামাজের স্থান নামাজের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। জাবাল ওমর মক্কা হোটেলে নির্মিত নামাজের এ স্থানটি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত কোনো ঝুলন্ত 'প্রার্থনার স্থান' হিসেবে গিনিজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছে। সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ জানিয়েছে, জাবাল ওমর মক্কা হোটেলের দুই টাওয়ারকে সংযোগকারী সেতুর ওপরে নামাজের স্থানটি অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১ হাজার ৫৮৪ ফুট উঁচুতে তৈরি করা এ স্থানটি থেকে কাবা শরীফ ও মক্কার অন্যান্য ধর্মীয় স্থাপনার সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়। এটি শুধুমাত্র একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কীর্তি নয়। পাশাপাশি আধুনিক স্থাপত্যের একটি অসাধারণ নিদর্শনও। হোটেলটির দুই টাওয়ারকে সংযোগকারী সেতুটি প্রথমে মাটি থেকে ১ হাজার ২৩ ফুট উঁচুতে তৈরি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এটি ১ হাজার ৫৮৪ ফুট উঁচুতে তৈরি করা হয়। স্টিলের তৈরি সেতুটির ওজন ৬৫০ টন। এর মাধ্যমে হোটেলটির ৩৬, ৩৭, ৩৮ তলা সংযুক্ত করা হয়।

জাবাল ওমর মক্কা হোটেলে নামাজের ঝুলন্ত স্থানটি ৫৫০ স্কয়ার মিটার প্রশস্ত। এখানে একসঙ্গে ৫২০ জন নামাজ পড়তে পারে। স্থানটির দেয়ালে আছে দৃষ্টিনন্দন আরবি ক্যালিগ্রাফিতে আঁকা আল্লাহর গুণবাচক নাম।

ফজরের নামাজের সময় মুসল্লিরা নামাজের এ স্থান থেকে মক্কার সূর্যোদয়ের দৃশ্যও উপভোগ করতে পারবে। এছাড়া সূর্যাস্তের সৌন্দর্য্যও এখান থেকে খুব সুন্দরভাবে উপভোগ করা যাবে।

জার্মানির শহরগুলোতে লাখো মানুষের বিক্ষোভ

আপনজন: জার্মানিতে দিন দিন অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সক্রিয় হচ্ছে নব্য নাৎসি হিসেবে পরিচিত উগ্র ডানপন্থীরা। জার্মানি থেকে বিপুল সংখ্যক অভিবাসীকে বের করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। তাদের সঙ্গে গোপন আঁতাত করার অভিযোগ উঠেছে উগ্র ডানপন্থী রাজনৈতিক দল অলটারনেটিভ ফর ডয়েচল্যান্ডের (এএফডি) বিরুদ্ধে। নাৎসি এবং এএফডির এই গোপন আঁতাত প্রকাশ্যে আসার পর প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে গোটা জার্মানি, রাস্তায় নেমে এসে বিক্ষোভ করছে লাখো মানুষ।

সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অভিবাসীদের দেশ থেকে বের করে দিতে নব্য নাৎসি ও এএফডির বৈঠকের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর রাস্তায় নেমে আসছে মানুষ। শনিবার জার্মানিতে এক লাখের বেশি মানুষ বিক্ষোভ করেছে। ফ্রাঙ্কফুর্টে ৩৫ হাজারের বেশি মানুষ বিক্ষোভ করেছে, এসময় তাদের ব্যানার প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল ডিফেন্ড ডেমোক্রেসি, ফ্রাঙ্কফুর্ট এগেইনস্ট দ্য এএফডি।

হ্যানোভারে বিক্ষোভকারীরা 'নাৎসিদের বের করো' ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ করেছে। এছাড়া জার্মানির আরো কয়েকটি ছোট ছোট শহরেও নাৎসি ও উগ্র ডান এএফডির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে। রাজনীতিক, গীর্জা এমনকি বুন্দেসলিগার কোচদের তরফ থেকেও এএফডির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, সম্প্রতি নব্য নাৎসি ও এএফডি পার্টির মধ্যে একটি বৈঠক হয়, সে বৈঠকে জার্মানি থেকে অভিবাসন প্রত্যাশী, অন্যদেশের বংশোদ্ভূত জার্মান নাগরিক যারা মূলধারায় আসতে পারেনি তাদের গণহারে দেশ থেকে বের করে দেওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। এই খবর প্রকাশে আসার পরেই শুরু হয় বিক্ষোভ। এমনকি ওই বৈঠকে অস্ট্রিয়ান উগ্র ডানপন্থী মার্টিন সেলনারও উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে। সেলনার ও তার সংগঠন অস্ট্রিয়ান আইডেন্টিটারিয়ান মুভমেন্ট একটি ষড়যন্ত্রে বিশ্বাসী ,তারা সন্দেহ করে অ-শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীরা ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীকে হটিয়ে গোটা ইউরোপ নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেবে!

জার্মানিতে উগ্রপন্থীদের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে, সাম্প্রতিক সমীক্ষাগুলোও বলছে এএফডির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। এই পরিস্থিতিকে জার্মানির গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হিসেবে দেখছে ক্ষমতাসীনরাও। এমনকি জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শুলজও গত সপ্তাহে নাৎসি বিরোধী বিক্ষোভে শামিল হন। সেসময় তিনি বলেন, অভিবাসী, নাগরিকদের গণহারে বের করে দেওয়ার যেকোনো পরিকল্পনা আমাদের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ, একই সঙ্গে আমাদের সবার বিরুদ্ধেও সর্বাত্মক আক্রমণ।

বাইডেনের স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান নেতানিয়াহুর

আপনজন ডেস্ক: স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যে প্রস্তাবের কথা জানিয়েছেন তা সরাসরি প্রত্যাখান করলেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। শনিবার নেতানিয়াহুর দফতর এ তথ্য জানিয়েছে। শুক্রবার প্রায় এক মাসের মধ্যে প্রথমবারের মতো ফোনে কথা বলেন বাইডেন ও নেতানিয়াহু। পরে বাইডেন সাংবাদিকদের জানান, তিনি বিশ্বাস করেন যে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনে কিছু বিষয়ের সাথে সম্মত হতে পারেন। বাইডেন বলেন, নেতানিয়াহু দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের পূর্ণবিরোধী নন। এখনো অনেক ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। জাতিসংঘের বেশ কিছু সদস্য দেশ রয়েছে যাদের কোনো সামরিক বাহিনী নেই। এ সময় সাংবাদিকরা তার কাছে জানতে চান, ইসরায়েলে নেতানিয়াহু ক্ষমতায় থাকলে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান অসম্ভব হবে কি? জবাবে বাইডেন বলেন, না, এমনটা নয়। বাইডেন বলেন, দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পুরোপুরি বিরোধিতা করেননি নেতানিয়াহু। তিনি ক্ষমতায় থাকতেই এখনো স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তবে বাইডেনের এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন নেতানিয়াহু।

শনিবার তার দফতর এক বিবৃতিতে বলেছে, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে কথোপকথনে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু তার নীতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে, হামাস ধ্বংস হওয়ার পরে ইসরায়েলকে অবশ্যই গাজার উপর নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে, যাতে গাজা আর কখনও ইসরায়েলের জন্য হুমকি হয়ে না দাঁড়ায়। এটি একটি প্রয়োজনীয়তা, যা ফিলিস্তিনি সার্বভৌমত্বের দাবির বিরোধী।

সফল অবতরণের পর জাপানি চন্দ্রযানে ত্রুটি

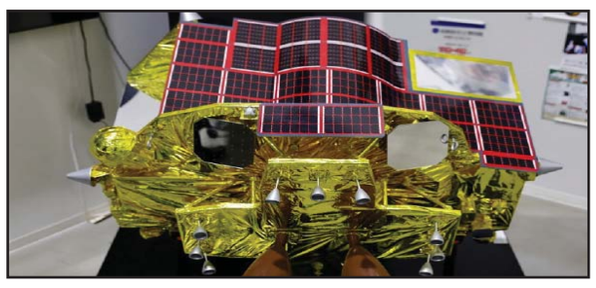

আপনজন ডেস্ক: চাঁদের মাটিতে শনিবার সফলভাবে অবতরণ করেছে জাপানের চন্দ্রযান 'স্মার্ট ল্যান্ডার ফর ইনভেস্টিগেটিং মুন (স্লিম)'। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বের মাত্র পঞ্চম দেশ হিসেবে পৃথিবীর উপগ্রহে যান অবতরণের কৃতিত্ব অর্জন করল জাপান। তবে সফল অবতরণের পর পর সোলার প্যানেলে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় এর কার্যক্ষমতা ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ২০ মিনিটের অবতরণ পর্ব শেষে জাপানের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জাক্সা জানিয়েছে, তাদের চন্দ্রযান সফলভাবে চাঁদের একটি গহ্বরের কাছে অবতরণ করেছে। পৃথিবী থেকে এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনও করা গেছে। 'স্লিম' ছাড়াও এর আরেক নাম 'মুন স্নাইপার'।

এক সংবাদ সম্মেলনে জাক্সার কর্মকর্তা হিতোশি কুনিনাকা বলেন, সোলার সেল ঠিকমতো কাজ না করলে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সচল থাকবে 'মুন স্নাইপার'। এ কারণে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করে নেওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে কুনিনাকা বলেন, সূর্যের কোণ পরিবর্তিত হলে ব্যাটারি আবার সচল হলেও হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা যেদিকে পরিকল্পনা করেছিলেন সোলার প্যানেলটি সেদিকে মুখ ফেরাতে পারছে না বলে মনে করা হচ্ছে।

জাক্সার এই কর্মকর্তা বলেন, যদি অবতরণ সফল না হতো, তাহলে চন্দ্রযানটি খুব উচ্চগতিতে চাঁদে নেমে বিধ্বস্ত হতো।

আর এমনটা হলে এই অনুসন্ধানের সব কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেত। মুন 'স্নাইপার' থেকে পৃথিবীতে তথ্য আসার অর্থ অবতরণটি সফল হয়েছে। জাক্সা জানিয়েছে, মহাকাশযান 'মুন স্নাইপার' থেকে যে খুদে রোবটটি চাঁদের মাটিতে অনুসন্ধান চালাবে সেটি আকারে একটি টেনিস বলের চেয়ে সামান্য বড় এবং ওজনে একটি বড় আলুর সমান। এতে রয়েছে দুটি ক্যামেরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

'সিরিয়ায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার আছে ইরানের'

আপনজন ডেস্ক: ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) তার পাঁচ সদস্য শনিবার দামেস্কে এক হামলায় নিহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে। পাশাপাশি তেহরান এ হামলার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে বলেছে, তারা 'প্রতিক্রিয়া দেখানোর অধিকার সংরক্ষণ করে'। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নাসের কানানি তেহরানের চিরশত্রু ইসরায়েলের দ্বারা 'সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার ঘন ঘন লঙ্ঘন এবং আক্রমণাত্মক ও উসকানিমূলক হামলার বৃদ্ধি'র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সঠিক সময়ে ও স্থানে...সিরিয়ার রাজধানীতে সর্বশেষ হামলার জবাব দেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে।

যুদ্ধ পর্যবেক্ষক সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, দামেস্কের মাজেহ এলাকায় ইসরায়েলি হামলায় ১০ জন নিহত হয়েছে। বাহিনীটির বার্তা সংস্থা সিপাহ বলেছে, 'দুষ্ট ও অপরাধী ইহুদিবাদী সরকার (ইসরায়েল)' তাদের চারজন সামরিক উপদেষ্টাকে হত্যা করেছে। অন্যদিকে ইরানের মেহর বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে একজন সিরিয়ায় নিযুক্ত ইরানি বাহিনীর গুপ্তচরপ্রধান। মেহর পরে আইআরজিসিকে উদ্ধৃত করে জানায়, হামলায় আহত পঞ্চম সদস্যও মারা গেছেন। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সিরিয়া ও লেবাননে হামাসের সমর্থক জ্যেষ্ঠ ইরানি ও তাঁদের সহযোগীদের ওপর আক্রমণ তীব্র করার অভিযোগ আনা হয়েছে। এতে গাজার সংঘাত পুরো অঞ্চলজুড়ে আরো ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা জেগেছে।

কানানি অভিযোগ করেছেন, এই অঞ্চলজুড়ে ইসরায়েলের সামরিক কর্মকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্রে তার বাহিনীর 'দুর্বলতা ও হতাশার প্রতিফলন ঘটায়'। তিনি সর্বশেষ এ হামলাকে 'এ অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাহীনতা ছড়ানোর মরিয়া প্রচেষ্টা' বলে অভিহিত করেছেন। ইরাকের উত্তরের স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ কুর্দিস্তানের রাজধানী আরবিলে 'ইসরায়েলের একটি গোয়েন্দা সদর দপ্তরে' হামলা চালানোর ঘোষণার চার দিন পর মাজেহের ওপর হামলা চালানো হয়। ইরাকি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হামলায় চার বেসামরিক নাগরিক নিহত ও ছয়জন আহত হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৩ মি.

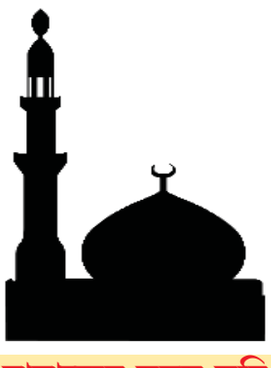

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৮
যোহর	১১.৫৩	
আসর	৩.৪২	
মাগরিব	৫.২৩	
এশা	৬.৩৩	
তাহাজ্জুদ	১১.০৯	

আফগানিস্তানে যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে রাশিয়ার যাত্রীবাহী একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। রোববার (২১ জানুয়ারি) উত্তর বাদাখশান প্রদেশে এ দুর্ঘটনাটি ঘটনা ঘটে। রুশ বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানায়, ফরাসি কোম্পানি ডাসল্ট এভিয়েশনের তৈরি ফ্যালকন-১০ মডেলের বিমানটিতে ছয়জন যাত্রী ছিলেন। চার্টার অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে ব্যবহার করা এ বিমানটির ভারত থেকে আফগানিস্তান-উজবেকিস্তান হয়ে রাশিয়ার মস্কোতে অবতরণের কথা ছিলো।

ইসরায়েলি গণহত্যার বিরুদ্ধে ইহুদি সম্প্রদায়কে সোচ্চার হতে আহ্বান

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি গণহত্যার বিরুদ্ধে ইহুদি সম্প্রদায়কে সোচ্চার হতে আহ্বান ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যার প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য লন্ডনে বিশ্ব ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইহুদিদের আন্তর্জাতিক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল জিউইস এন্টি-জায়োনিস্ট নেটওয়ার্ক। সম্প্রতি লন্ডনে ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের বাইরে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এ আহ্বান জানানো হয়। গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর ক্রমাগত বোমা হামলার বিরুদ্ধে আয়োজিত এ বিক্ষোভে ইহুদি সম্প্রদায়ের বিপুলসংখ্যক মানুষ অংশ নেন। আইজেএনের বিক্ষোভ সমাবেশে বিবেকবান, মানবিক ইহুদিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, ফিলিস্তিন সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানে নেতানিয়াহুর লক্ষ্যের বিরুদ্ধে আমাদের এক হয়ে দাঁড়াতে হবে। সমাবেশের বক্তারা বলেন, বোমাবর্ষণ করে বাড়িঘর, হাসপাতাল ও জীবনরক্ষাকারী অবকাঠামো ধ্বংস করে ইসরায়েলের গাজা অবরোধ নারকীয় গণহত্যা। ডা. মারিকা শেরউড বলেন, যারা ইহুদিদের নামে কথা বলার দাবি করে, আমি সেই ইসরায়েলি সরকারকে বলতে চাই, তারা আমার নামে কথা বলছে না।

রাশিয়ার বাল্টিক সাগর বন্দরের গ্যাস টার্মিনালে আগুন

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার বাল্টিক সাগর বন্দরের উস্ত-লুগায় একটি প্রাকৃতিক গ্যাস টার্মিনালে আগুন লেগেছে। সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে ১১০ কিলোমিটার (৭০ মাইল) পশ্চিমে এস্তোনিয়ান সীমান্তের কাছে টার্মিনালটি রাশিয়ার বৃহত্তম স্বাধীন প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদক নোভেটেক পরিচালনা করে।

স্থানীয় সময় রোববার ভোরে বিষয়টি নিশ্চিত করে বন্দরের আঞ্চলিক গভর্নর বলেন, উস্ত-লুগা বন্দরে নোভেটেকের টার্মিনালে আগুনের ফলে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। কর্মীদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

লেনিনগ্রাদ ওবলাস্টের গভর্নর আলেকজান্ডার ড্রোজডেনকো টেলিগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন, এতে একটি রাসায়নিক কমপ্লেক্সে ব্যাপক আগুন এবং ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

তিনি বলেন, কিংসেপস্কি জেলায় (যার মধ্যে বন্দরও রয়েছে) একটি উচ্চ সতর্কতা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

ড্রোজডেনকো বলেন, রাশিয়ান জরুরি পরিস্থিতি মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

তাস নিউজ এজেন্সি এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, আগুন লাগার কারণ ঘোষণা করা হয়নি।

সরকারের সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত কারাবন্দি ইমরান খান!

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তনের কারাবন্দি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে নিয়ে আবার দেশটিতে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। তিনি তোষাখানা মামলায় রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি। কিন্তু সেখান থেকে সাংবাদিকদের বলেছেন, আলোচনার জন্য 'প্রস্তুত' তিনি। তার এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। বলাবলি হচ্ছে, ইমরান খান কি তবে এস্টাবলিশমেন্টের চাপের কাছে নত হয়েছেন! খবর জিও নিউজের। কয়েক মাস জেলে থাকার পর পাকিস্তান তেহরিকে ইনসাফের (পিটিআই) চেয়ারম্যান ইমরান খান শুক্রবার বলেন, গত ১৯ মাস ধরে আমি বলে আসছি আলোচনার জন্য প্রস্তুত আছি। আমি একজন রাজনীতিক। তাই আমি আলোচনার দুয়ার খোলা রেখেছি। সংলাপের জন্য আমরা উন্মুক্ত। ইমরান খানকে ২০২২ সালের এপ্রিলে অনাস্থা ভোটে ক্ষমতা থেকে উত্খাত করা হয়। আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন। সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে ইমরানের দলের জন্য একের পর এক ধাক্কা আসছে। প্রথমত, গত বছর মে মাসে তাকে জেলে নেওয়া হয়। এরপর তার দল পিটিআই থেকে দলে দলে নেতারা সরে যেতে থাকেন। বাকি নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা হতে থাকে। পরে এ মাসে নির্বাচন কমিশন তার দলের নির্বাচনি প্রতীক ক্রিকেট ব্যাট বাতিল করে। এ অবস্থায় পিটিআই-নাজরিয়াতির সঙ্গে তারা জোট করার চেষ্টা করে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ৬ মাঘ ১৪৩০, ৯ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

যুদ্ধ-শৃঙ্খল

শরীর কোথাও যখন সারাক্ষণ যন্ত্রণা চলিতে থাকে, তখন প্রথম প্রথম অনেক কষ্ট হইলেও একটা সময় আসিয়া কষ্ট-যন্ত্রণা যেন অনেকটা অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায়। সারা বিশ্বের অবস্থাও তেমনই। একবিংশ শতকের শুরু হইতেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধাবস্থা চলিতেছিল। সমুদ্রের জোয়ারভাটার মতো তাহা সাময়িক সময়ের জন্য উঠানামা করিয়াছে মাত্র, শেষ আর হয় নাই। এখন দিকে দিকে যুদ্ধ, সংঘর্ষ, সংঘাত, ক্ষয়ক্ষতির নূতন নূতন ক্ষেত্র তৈরি হইতেছে। এই যুদ্ধ-সংঘাতের হাত ধরিয়াই চলিতেছে বড় ধরনের মানবিক সংকট। গাজায় যাহা হইতেছে তাহাকে এক কথায় বলা যায়–বিশ্বের মোড়লদের সম্মিলিত শক্তি যেন ঠাসিয়া ধরিয়া গাজার মানবতাকে জবাই করিতেছে। খাদ্য নাই, ঔষধ সরবরাহের পথ রুদ্ধ, শিশুসহ অযুত নিরীহ মানুষ হত্যা! যুদ্ধের নির্মম বলি কেন হইবে নিষ্পাপ শিশুরা?

রাশিয়া-ইউক্রেনে যাহা চলিতেছে, তাহা কবে থামিবে? সম্প্রতি নামকরা জার্মান পত্রিকা বিল্ডে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হইয়াছে–রাশিয়া সামরিক জোট ন্যাটোর মিত্র দেশগুলিতে আক্রমণ করিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ আরো প্রসারিত করিতে পারে। আর ইহার মাধ্যমে শুরু হইতে পারে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও। বিল্ড বলিতেছে, ডিসেম্বরের মধ্যে নিজেদের প্রোপাগান্ডা এবং আরো সহিংসতাকে ইন্ধন দিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করিতে পারে রাশিয়া। যুদ্ধ-সংঘাতে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অস্থিরতাও কমিতেছে না সহজে। ২০২৩ সালের মতো ২০২৪ সালেও নিরাপত্তা হইতে যাইতেছে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মাধ্যমে অর্থনৈতিক যেই অনিশ্চয়তা শুরু হইয়াছিল এবং প্রবাহিত হইয়াছিল ২০২৩ সালে ইসরায়েল-হামাস সংঘর্ষের দিকে, তাহা ২০২৪ সালেও অব্যাহত থাকিত বলিয়া বিশ্লেষকেরা মনে করিতেছেন। যদি এইভাবে শান্তি অধরা থাকে, তাহা হইলে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি ও মন্দা প্রলম্বিত হইবে। ইতিপূর্বে তৈল, খাদ্য ও সারের অনিশ্চয়তা অন্যান্য পণ্যের উপর প্রভাব ফেলিবে এবং বিশ্ব জুড়ে মূল্যস্ফীতিকে প্রভাবিত করিয়াছে। বর্তমানে কিছু দেশে, যেমন–তুরস্ক (৮৬ শতাংশ), ইরান (৪০ শতাংশ) ও পাকিস্তানে (২৯ শতাংশ) মূল্যস্ফীতি ভয়ংকর জায়গায় চলিয়া গিয়াছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশেও মূল্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকিতেছে না। বাংলাদেশে সম্প্রতি পরিচালিত একটি জরিপে জানা গিয়াছে, গত বত্সর ৩০ শতাংশ ব্যবসায়ী জানাইয়াছেন তাহাদের ব্যবসা ভালো চলিতেছে না। উত্পাদন ও বিপণন কমিয়াছে। তাত্পর্যপূর্ণ তথ্য হইল, মাত্র ৬ শতাংশ ব্যবসায়ী বলিয়াছেন, আগের অর্থবত্সরের তুলনায় তাহারা ভালো করিয়াছেন। এই দিকে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির এবং বিশেষ করিয়া তৈলের মূল্যের অস্থিরতার পাশাপাশি সুদের হার বাড়িবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার নীতিগত হারকে উচ্চ (এখন ৫.৫ শতাংশ) রাখিতেছে। ফলে অন্য দেশগুলিরও সুদের হার চাপের মধ্যে রহিয়াছে। যাহাদের মূল্যস্ফীতি অধিক, তাহাদের সুদের হার, যেমন–তুরস্কে ৩০ শতাংশ, পাকিস্তানে ২২ শতাংশ এবং ইরানে ১৮ শতাংশে উঠিয়া গিয়াছে। কারণ, মূল্যস্ফীতির অনিশ্চয়তা সুদের হারের অস্থিরতাকে প্রভাবিত করিয়া থাকে। ইহা ব্যবসার ক্ষমতার উপর চাপ সৃষ্টি করে, বিশেষ করিয়া ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে ছোট ও মাঝারি আকারের উদ্যোক্তরা বিপদে পড়েন।

সার্বিকভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি, নিরাপত্তা, নিষেধাজ্ঞা ও সরবরাহ শৃঙ্খলের আন্তঃদেশীয় প্রক্রিয়ার সহিত পণ্য, কোম্পানি এবং দেশগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা গত বত্সর একটি জটিল খেলায় পরিণত হইয়াছিল। এই বত্সরও তাহা আরো জটিল হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগও বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিক বৃষ্টি, অধিক বন্যা-ধস, খরা, হিটওয়েভ, ভূমিকম্প-ঝড়–সকল মিলাইয়া যেন বৈশ্বিক টালমাটাল অবস্থার উন্নয়ন দেখা যাইতেছে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, 'যুদ্ধ যখন বাধিল অচলে চঞ্চলে/ ঝঞ্ঝারধ্বনি রণিল কঠিন শৃঙ্খলে'। আমাদের, বিশ্ববাসীর ভাঙিতে হইবে এই যুদ্ধ-শৃঙ্খল। নচেত্ আমরা সকল দিক দিয়াই বিপর্যস্ত হইতে থাকিব।

রাশিয়ার নতুন আক্রমণের সামনে একেবারে অপ্রস্তুত ইউক্রেন

বিশ্লেষকেরা জানাচ্ছেন, ইউক্রেনে নতুন একটি আক্রমণ অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে রাশিয়া। এ কারণে মস্কোর সেনাবাহিনী প্রধান প্রধান যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহে ছোট আকারের কিছু ভূখণ্ড তারা জয়ও করে নিয়েছে। গত বছরে ইউক্রেনীয় বাহিনী তাদের পাল্টা আক্রমণ অভিযানের সময় রুশ বাহিনীর কাছ থেকে এসব ভূখণ্ড দখলে নিয়েছিল। লিখেছেন **স্টেফান উলফ ও জেন মানেত**।

বিশ্লেষকেরা জানাচ্ছেন, ইউক্রেনে নতুন একটি আক্রমণ অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে রাশিয়া। এ কারণে মস্কোর সেনাবাহিনী প্রধান প্রধান যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহে ছোট আকারের কিছু ভূখণ্ড তারা জয়ও করে নিয়েছে। গত বছরে ইউক্রেনীয় বাহিনী তাদের পাল্টা আক্রমণ অভিযানের সময় রুশ বাহিনীর কাছ থেকে এসব ভূখণ্ড দখলে নিয়েছিল। ইউক্রেনের স্থলবাহিনীর প্রধান জেনারেল আলেকসান্দ্রা সিরিস্কি বলছেন, ইউক্রেনের সেনাবাহিনী এখন 'সক্রিয় প্রতিরক্ষামূলক' অবস্থানে রয়েছে।

এর মানে কি এই, রাশিয়া পুরোদমে আক্রমণ অভিযান শুরু করলে সেই আগ্রাসন ঠেকানো ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ইউক্রেন গুরুতর সমস্যার মুখে পড়বে? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে, রুশ ও ইউক্রেনীয় বাহিনীর সক্ষমতা কতটা এবং দুই দেশের নেতৃত্বের রাজনৈতিক ইচ্ছার ওপর।

দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কোনো পক্ষই পিছিয়ে আসছে, এমন কোনো লক্ষণ নেই।

১৬ জানুয়ারি স্থানীয় সরকারের ফোরামে বক্তৃতাকালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেন যে ইউক্রেনের সঙ্গে কোনো সমঝোতায় যাবে না রাশিয়া। পুতিন বলেন, যুদ্ধের ফল হিসেবে, রাষ্ট্র হিসেবে ইউক্রেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনির মুখে পড়বে। অপর দিকে পুতিনের প্রতিপক্ষ ভলোদিমির জেলেনস্কি এ সপ্তাহে দাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বৈঠকে বলেন, রুশদের হটিয়ে দখল করা ভূখণ্ড পুরোপুরি মুক্ত না করা পর্যন্ত ইউক্রেন লড়াই চালিয়ে যাবে।

এখন প্রশ্ন হলো, রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টদ্বয়ের যে বাগযুদ্ধ, বাস্তবে সেটা করার মতো সামরিক মুরোদ তাঁদের আছে কি না। জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রবল–দুইয়ের সঙ্গে এই প্রশ্নের উত্তর জড়িত। কিয়েভ, খারকিভসহ ইউক্রেনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে রাশিয়ার বিমানবাহিনী যেভাবে সফল ও অব্যাহতভাবে বিমান হামলা করে আসছে, তাতে করে এ ধরনের আক্রমণের জন্য রাশিয়ার যে অস্ত্র ও গোলাবারুদ রয়েছে, তা বলাই যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ঘাটতিতে ভুগছে ইউক্রেন।

একইভাবে, গোলাবারুদের ব্যাপক ঘাটতির কারণে ইউক্রেনের স্থল অভিযান দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। যুদ্ধের নানা দিক নিয়ে গবেষণা করে, এমন অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ারের ৮ জানুয়ারির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউক্রেনীয় সেনারা 'ফুরিয়ে যাওয়া গোলাবারুদ পূরণ না হওয়ার কারণে ভয়াবহভাবে ধুঁকছেন'। একই সঙ্গে ইলেকট্রনিক যুদ্ধে তাদের সক্ষমতা একেবারে কম হওয়ার কারণে তারা যে ছোট আকারের ড্রোন ব্যবহার করছে, তা কার্যকর হচ্ছে না।

আর সেনাবলের প্রশ্নে দুই পক্ষই ভীষণ রকম সমস্যার মুখে পড়েছে। বছর শেষের ভাষণে, পুতিন নতুন করে সেনাবাহিনীর জন্য একবারে নিয়োগের ঘোষণা বাতিল করেছেন। আর ইউক্রেনের সেনা গোয়েন্দা সংস্থার মতে, মস্কো প্রতি মাসে ধারাবাহিকভাবে তাদের সেনাবাহিনীতে ৩০ হাজার লোক নিয়োগ দিতে পারে। ফলে সেনাবাহিনীতে বাড়তি নিয়োগ বাতিল হলে বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান কোথায় হবে, তা নিয়ে ক্রেমলিনকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে।

অন্যদিকে ইউক্রেন সরকার তাদের সেনাবাহিনীর জন্য অতিরিক্ত যে পাঁচ লাখ সেনা নিয়োগের পরিকল্পনা করেছে, সেটা নানা কারণে কঠিন হবে। একই সঙ্গে ইউক্রেনের সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করবে।

ইরান ও উত্তর কোরিয়ার কাছ থেকে সামরিক সরবরাহ পাচ্ছে রাশিয়া। এই প্রাপ্তি তাদের যুদ্ধের সক্ষমতা নিশ্চিতভাবেই বাড়িয়ে দিচ্ছে। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী শোয়ে সন-হুইয়ের সাম্প্রতিক মস্কো সফর এ বিষয়েরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। আগামী দিনে এ সরবরাহ আরও বাড়বে। অন্যদিকে ইউক্রেন অনেক বেশি বিদেশি সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা টেকসই রাখতে গেলে পশ্চিমা সহায়তার বিকল্প নেই ইউক্রেনের। কিন্তু সাম্প্রতিক দিনগুলোতে সেই সহায়তা অনেক অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ইউক্রেনকে দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে সামরিক সহায়তা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পূরণের আপাতত কোনো পথ দেখা যাচ্ছে না। এর কারণে জার্মানি, যুক্তরাজ্যসহ কয়েকটি ছোট দাতার ওপর ইউক্রেনকে নির্ভর করতে হচ্ছে।

ইউক্রেনের দুর্দশা আরও চরম আকারে পৌঁছানোর কারণ হলো, তাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এখনো একটি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়। এর কারণ হলো, যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াইরত সেনাদের জন্য তারা যথেষ্ট গোলাবারুদ উৎপাদন করতে পারে না।

এমনকি যদি পশ্চিমা বিনিয়োগের সহায়তা নিয়ে ইউক্রেন খুব শিগগির এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতেও পারে, তারপরও তাদের কৌশলনীতির অগভীরতার কারণে সমস্যা থেকেই যাবে। ইউক্রেনের যেকোনো সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনশিল্পে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করার সক্ষমতা রয়েছে রাশিয়ার। এ ধরনের হামলা কার্যকরভাবে প্রতিহত করার মতো প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে ইউক্রেনের।

এখন আসা যাক, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন রাষ্ট্র হিসেবে ইউক্রেনের অস্তিত্ব হুমকির মুখে ফেলে দেওয়ার যে হুমকি দিয়েছেন এবং সেই ঘোষণার প্রেক্ষাপটে রুশ বাহিনী যে আক্রমণ অভিযান শুরু করছে, তা ঠেকানোর জন্য কী করতে হবে। প্রথমত, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে জি-৭ বৈঠকে ইউক্রেনকে সমর্থন দেওয়ার জন্য যে যৌথ ঘোষণা এসেছে, তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। এ ছাড়া ইউক্রেন ও কয়েকটি পশ্চিমা দেশের মধ্যে পৃথকভাবে প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়ানোর যে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি হয়েছে, তা বাস্তবে রূপ দেওয়ার সময় এসেছে।

এসব পদক্ষেপ অনেক 'যদি' ও 'কিন্তু'র মধ্যে আটকে আছে। কিন্তু ইউক্রেনকে পরাজিত হতে দেবে না, ন্যাটোর এই লক্ষ্য জেলেনস্কির লক্ষ্য থেকে অনেক বেশি পরিশীলিত।

স্টেফান উলফ বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়ে অধ্যাপক

জেন মানেত, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ওদেসা ল একাডেমির ইউরোপীয় নিরাপত্তা বিষয়ে অধ্যাপক

আপন কণ্ঠ

স্তাবকতা নয় সম্যক আলোচনায় উৎকর্ষতার দিশারী: মোফাক হোসেন ও তার প্রয়াস

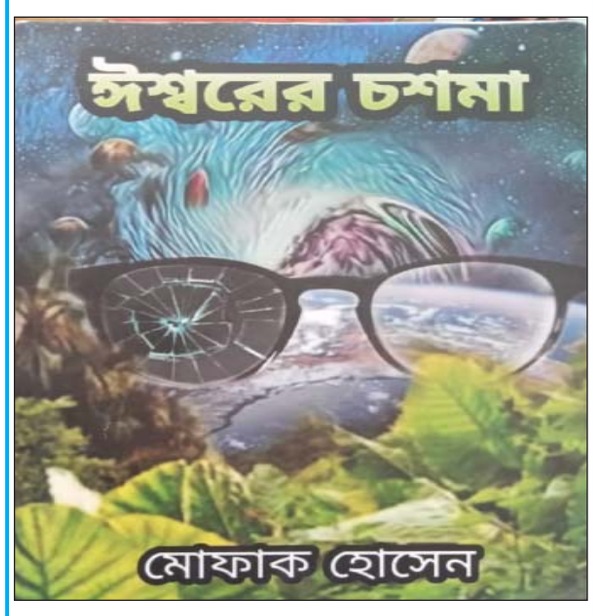

মাও সে তুং একবার বলেছিলেন , ডিমে তাপ দিলে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হবে কিন্তু সমস্যা হলো ডিমটা যদি পচা হয় তাহলে বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার সম্ভবনা শূন্য । শিল্প সাহিত্যে বিষয় বস্তুর ভূমিকা অনেকটাই সে রকম । বিষয় বস্তুর সারবত্তা ও যথার্থ্যের উপর নির্ভর করে শিল্প সাহিত্যের সৌষ্ঠব ও প্রাণসত্ত্বা ।

উদীয়মান কবি মোফাক হোসেন,তার "ঈশ্বরের চশমা" শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে মনে, মননে ও মনীষায় সেই শর্ত ঠিক কতটা রক্ষা করতে পেরেছেন তার সম্যক আলোচনা অবশ্যই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ।

কাব্যের নামকরণের ব্যঞ্জনা ও চমক অন্তর্গত কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে খুঁজে না পেলেও প্রায় সমস্ত কবিতায় সুখপাঠ্য । চিত্রকল্প , উপমা ,শব্দের নির্বাচন ,শব্দার্থের অভিঘাত স্বারসত সাধনার নিজস্বতায় কবি কে অবশ্যই আত্মবিশ্বাস অর্জনের অভিমুখী করেছে ।

কবিতার বিন্যাস ও বিষয় বৈচিত্র্যে এসেছে পরিবর্তণ ও বিবর্তণ । এখন কবিতায় আর অনুপ্রাসের অন্তমিল বা পয়ারের মাত্রাবদ্ধ শব্দের দ্যোতনা নির্ভর আবেগ নয় বরং চিত্ত ও বুদ্ধির যুগপৎ শৈল্পিক প্রকাশ । এখন স্কলার পোয়েটের যুগ ! চিন্তা , চেতনা ও মনীষা অগ্রবর্তী ; আবেগ পরবর্তী উপজীব্য । কবি সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি দূরদর্শী । তার উপলব্ধি ও অনুভব সাধারণের দিশা । সেই বার্তায় হলো কবিতার আত্মা , কবিতার প্রাণ । সিদ্ধি প্রসিদ্ধি অর্জনের নিরন্তর প্রয়াস ও প্রচেষ্টার পথে কবিকে আরও বেশি তৎপর ও যত্নবান থাকতে হবে । সেই পথ প্রজ্ঞানুশীলনের পথ , বোধ ও চেতনার উৎকর্ষতায় সেই জনপথকে রাজপথ করে তোলে । একজন সহৃদয় পাঠক হিসেবে প্রত্যাশা করি আগামীদিনে কবি মোফাক হোসেন সেই রাজপথে পদসঞ্চারনের সুযোগ করে দেবেন ।

২০১৫ থেকে 'নতুন প্রহরী ' পাক্ষিক পত্রিকা ও "উত্তর মুর্শিদাবাদ সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা" কেন্দ্র -র সাহিত্য সেতু মোফাক হোসেনের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও আয়োজন । ওর সাহিত্য আড্ডায় উপস্থিত হওয়ার সুযোগ ঘটেনি ।

"নতুন প্রহরী" পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যার সঙ্গে পরিচিত । যথেষ্ট রুচিশীল পরিপাটি পরিচ্ছন্ন নিরপেক্ষ স্পষ্ট সর্বোপরি সম্পাদনায় সে যথেষ্ট পারদর্শিতার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার রক্ষা করেছে । অনুপ্রেরণা অবশ্যই অপরিহার্য কিন্তু আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তিই পারে সার্থক সৃষ্টির রাজপথ নির্মাণ করতে । অভিনন্দন ওর ন্যায্য প্রাপ্তি ।

গোলাম মোস্তফা

মুর্শিদাবাদ

দেশে চাকরিতে উচ্চবর্ণের নারী কেন কম

অশ্বিনী দেশপান্ডে

চীনে মেয়েদের পায়ের পাতার আকার ছোট করার জন্য লোহার জুতা পরিয়ে রাখার মতো যন্ত্রণাদায়ক সংস্কৃতি চালু হয়েছিল সেই দশম শতকে। প্রায় এক সহস্রাব্দ এই সংস্কৃতি চালু থাকার পর ১৯১১ সালে সেটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

অবশ্য এটি কাগজে-কলমে নিষিদ্ধ হলেও বাস্তবে বন্ধ ছিল না। ১৯৪৯ সালে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত এই ভয়ানক কষ্টদায়ক সামাজিক সংস্কার বেশ ব্যাপকভাবেই চালু ছিল। প্রজাতন্ত্র চালু হওয়ার পর ১৯৯০ সাল নাগাদ দেশটির নারীদের ৭৩ শতাংশ শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সেই যন্ত্রণাদায়ক সংস্কৃতি দূর হয়।

পঞ্চদশ শতকের ইউরোপে মেয়েরা তাদের কোমর সরু করে দেহের ওপরের অংশকে ইংরেজি 'ভি' আকৃতি দেওয়ার জন্য কাঠ, হাড় এমনকি লোহা দিয়ে বানানো এক ধরনের কর্সেট বা কাঁচুলি পরত। সহজে চলাফেরা করা যায়, এমন আরামদায়ক পোশাক ইউরোপে এসেছে এই সবে বিংশ শতকে। মেয়েদের পা ছোট রাখার জন্য লোহার জুতা পরিয়ে রাখা এবং কোমর সরু করার ওই সংস্কৃতি শুরু হয়েছিল সমাজের অভিজাত শ্রেণির মধ্যে। সেখান থেকে তা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সেই ঐতিহাসিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে শারীরিক সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য যে নারীরা বা মেয়েরা তখন এসব কঠিন পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, তাঁদের পক্ষে কোনো অর্থনৈতিক বা উৎপাদনমূলক কাজ করা সম্ভব হতো না।

ভৌগোলিক কারণে চীন ও ইউরোপ যদিও সাংস্কৃতিকভাবে পৃথক মেরুতে ছিল; কিন্তু উভয় অঞ্চল ঠিক একই কায়দায় নারীদের অধীন ভূমিকায় ঠেলে দিয়েছিল। আবার একইভাবে উভয় সমাজই বিধিনিষেধমূলক সামাজিক নিয়মকানুন ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত চীন ও ইউরোপ উভয়ই লিঙ্গসমতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

এটি কেমন করে সম্ভব হলো, সেটি বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এবং গবেষকেরা লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে সামাজিক রাতিনীতি বদলানোর ওপর ক্রমবর্ধমানভাবে জোর দিচ্ছেন। তাঁরা সাধারণ মানুষের মনোভাব বদলানোর চেষ্টা করছেন। তাঁরা অনুসরণযোগ্য

নতুন সামাজিক রীতিনীতির নকশা করছেন এবং সেই নকশা অনুযায়ী সাধারণ মানুষ যাতে নতুন রীতিনীতি অনুশীলনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন, সেই চেষ্টা করছেন।

কিন্তু এই গবেষকেরা ইতিহাস থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ নিতে ভুলে যাচ্ছেন, সেটি হলো: সামাজিক রীতিনীতি আচমকা উদয় হয় না, এগুলো আমাদের চারপাশের বস্তুগত বাস্তবতার ফল। শুধু সেই বাস্তবতা বদলানো গেলে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সামাজিক রীতিনীতিতে বদল আসে। মানুষের আকস্মিক মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা আসে না।

এই সামাজিক রীতিনীতির জটিল বিবর্তন বোঝার জন্য ইতিহাসের সুদীর্ঘ বৃত্তকে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা দরকার।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ক্লডিয়া গোল্ডিনের গবেষণাকাজে এই ধরনের পদ্ধতির উদাহরণ মেলে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থান ক্ষেত্রের ওপর দীর্ঘ গবেষণা করে তিনি দেখেছেন, কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ার পেছনে সামাজিক রীতিনীতি ও মানুষের সামাজিক মনোভঙ্গি বদলে যাওয়ার বিষয়টি যতটা না ভূমিকা রেখেছে, তার চেয়ে চাকরিতে কর্মঘণ্টা কমে যাওয়া এবং 'হোয়াইট কলার' চাকরি (মূলত চেয়ার-টেবিলে বসে যে ব্যবস্থাপনাধর্মী কাজ করা হয়) বেড়ে যাওয়ার মতো কর্মপরিসর সৃষ্টি হওয়া অনেক বেশি ভূমিকা রেখেছে।

এই বিষয় ভারতে ভিন্নভাবে দেখা যাচ্ছে। সেখানে দুই দশক ধরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার দেখা যাচ্ছে এবং দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। তা সত্ত্বেও সেখানে ভালো বেতনের কাজে নারীদের অংশগ্রহণের অনুপাত খুব কম দেখা যাচ্ছে।

অথচ ক্লডিয়া গোল্ডিনের ভাষ্য অনুযায়ী, চাকরি-বাকরিতে নারীর অংশগ্রহণের অনুপাত অনেক বাড়ার কথা। কিন্তু তা না হওয়ায় এই বৈপরীত্য বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কেউ মনে করছেন, সামাজিক রীতিনীতি ও বিধিনিষেধই এখানকার শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করছে। আবার সামাজিক বিধিনিষেধই এ ক্ষেত্রে নারীর একমাত্র বাধা কি না, তা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন।

আমাদের একটি নতুন গবেষণা এমন কিছু সামাজিক রীতি-রেওয়াজকে শনাক্ত করেছে, যেগুলো কর্মসংস্থানে নারীর অংশগ্রহণের পথে বাধা হয়ে থাকে। প্রথমত, রান্না করা, রান্নার কাঠ-কয়লা জোগাড় করা, পানি আনা, গৃহস্থালির দেখাশোনা করা, বাচ্চাকাচ্চার যত্ন নেওয়া এবং বড়দের খাওয়াদাওয়াসহ গৃহস্থালির কাজ করার মতো অসামঞ্জস্যপূর্ণ দায়িত্ব অনেকটা রেওয়াজ মনে করে ভারতীয় নারীরা নিজের কাঁধে নিয়ে থাকেন।

ভারতীয় নারীরা সেখানকার পুরুষদের তুলনায় এই ধরনের ঘরকন্নার কাজে প্রায় দশ গুণ বেশি সময় ব্যয় করেন। এ ছাড়া বিশ্বের অন্যান্য অংশের মেয়েদের তুলনায় ভারতের মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে হয় এবং তুলনামূলক আগে মাতৃত্বে প্রবেশ করেন। এটিই এখানকার রেওয়াজ।

এসব রেওয়াজ কর্মসংস্থানে নারীর অংশগ্রহণে সীমিত প্রভাব ফেলছে। পাশাপাশি আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরিতে চাহিদা অনুযায়ী নারী কর্মী মিলছে না। অনেক নারী কর্মী পুরুষদের মতো দীর্ঘ সময় কাজ করতে চান না। জাত-পাত-বর্ণও এ ক্ষেত্রে কাজ করে।

শ্রমবাজারে ঐতিহাসিকভাবেই নিম্নবর্ণের নারীদের অংশগ্রহণের হার বেশি। উচ্চবর্ণের মেয়েরা সামাজিক সংস্কৃতির কারণে বিশেষত, কায়িক শ্রমে আসেন না। ভারতে কর্মসংস্থানে নারীর অংশগ্রহণের কম অনুপাত একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। এটিকে মাথায় রেখে নীতিনির্ধারকদের উচিত সামাজিক রীতিনীতি বদলানোর বদলে নারীশ্রমের চাহিদা তৈরির দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া।

অর্থাৎ, যে কাজে মেয়েদের নিয়মিত অংশগ্রহণ সহজ, সেই ধরনের কাজের ক্ষেত্র বাড়ানো দরকার।

অশ্বিনী দেশপান্ডে অর্থনীতির অধ্যাপক এবং ভারতের অশোকা ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর ইকোনমিক ডেটা অ্যান্ড অ্যানালাইসিসের (সেডা) প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক।

ইংরেজি থেকে সংক্ষেপে অনূদিত

প্রথম নজর

হাতির তাণ্ডবে লন্ডভন্ড বহু বিঘা আলু জমি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: হাতির তান্ডবে লন্ডভন্ড বিঘার পর বিঘা আলু জমি, কুয়াশার কারণে হাতি গুলিকে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি দাবী রেঞ্জ অফিসারের । শনিবার রাতে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বনবিভাগের খিরাইবনী মোবারকপুর বেলিয়া সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় আলুর জমি দফারফা করল ১৫ টি হাতির একটি দল। মাথায় হাত কৃষকদের। পাঁচ মাস ধরে বাঁকুড়া জেলার উত্তর বনবিভাগে ছিল প্রায় ৭০টি হাতির একটি দল। এই হাতিগুলোর মধ্যে ১৫ টি হাতির একটি দল রবিবার গভীর রাতে জয়পুর রেঞ্জের খিরাইবনী ও মোবারকপুর বেলিয়া এলাকায় আলু জমিতে ব্যাপক তান্ডব চালায়। এর ফলে ওই এলাকায় বিঘের পর বিঘে আলু জমির ক্ষতি হয়েছে।

এলাকার কৃষকদের দাবি গত কয়েকদিন বর্ষার জলে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে আলু চাষে তার ওপর হাতির তাণ্ডবে সর্বস্ব হারালেন তারা, বন দপ্তরের কাছে তারা ক্ষতিপূরণের দাবী জানাচ্ছেন, জয়পুর রেঞ্জ অফিসার সহদেব মুড়া জানান, কুয়াশার কারনে হাতি নিয়ন্ত্রন করতে সমস্যায় হয়েছে । যে কারণেই হাতিগুলি চাষের জমিতে ঢুকে গেছে, এলাকায় যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতিপূরন যাতে সঠিক ভাবে কৃষকরা পায় সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বনবিভাগ।

ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় পুরস্কৃত কৃতীরা

নাজিম আক্তার ● সামসী

আপনজন: উত্তর মালদা জোনে আইডিয়াল টেলেন্ট সার্চ পরীক্ষায় প্রথম,দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী কে পুরস্কৃত করা হল।রবিবার সামসী এগ্রীল উচ্চ বিদ্যালয়ে এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইডিয়াল টেলেন্ট সার্চ পরীক্ষার মালদা জেলা সভাপতি আবেদ আলি,সম্পাদক আমিনুল ইসলাম,সহ সম্পাদক মহম্মদ হুমায়ূন,সহ সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন,এগ্রীল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শৈলেশ পান্ডে ও সাহিত্যিক ও বাহন পত্রিকার সম্পাদক মহম্মদ ওয়াহেদুর রহমান সহ বিশিষ্টজনেরা।জেলা সভাপতি আবেদ আলি জানান,অল ইন্ডিয়া আইডিয়াল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা পরিচালিত আইডিয়াল টেলেন্ট সার্চ পরীক্ষা হয় ২০২৩ সালের ১৪ অক্টোবর। ২৫ ডিসেম্বর তার ফলাফল প্রকাশিত হয়।সারা রাজ্য জুড়ে তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত এই পরিক্ষায় ১৪ হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল। উত্তর মালদায় মোট আটটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ছয় হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল। এদিন ওই আটটি পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রতিটি শ্রেণির প্রথম,দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়।তাদের হাতে সার্টিফিকেট, মেমেন্টো ও মেডেল তুলে দেওয়া হয়।এছাড়াও এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্র-ছাত্রীকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

কিশলয় শিশুনীড়ের রজত জয়ন্তী বর্ষ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সিউড়ীর হাটজনবাজার কাননপল্লীতে অবস্থিত কিশলয় শিশুনীড় বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষ পালিত হয় গত ২০ ও ২১ শে জানুয়ারী। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাণীশ্বর(ঝাড়খন্ড) ময়ূরাক্ষী গ্রামীণ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর আব্দুল রইশ খান, ঝাড়খন্ড বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা সমিতির সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সিউড়ি পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলর পিঙ্কি দাস,ধূলোমাটি পত্রিকার সম্পাদক সৌমেশ ঠাকুর প্রমুখ। বিদ্যালয়ের জন্ম কথা ও স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালয়ের অন্যতম কর্ণধার তথা সম্পাদিকা কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুর চট্টোপাধ্যায়।শিক্ষা বিষয়ক প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন ডক্টর রইশ খান, বিদ্যালয়ের পরিচালক কমিটির সদস্য প্রভাত শিকদার,ডক্টর পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক সরোজ কর্মকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কৃতি গুণীজনদের সংবর্ধনা ও কিষাণলাল স্মৃতি স্মারক সম্মাননা প্রদান করা হয় ডক্টর আব্দুল রইশ খান, বিশিষ্ট সাহিত্যিক নিতাই প্রসাদ ঘোষ, বরিষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সাহিত্যপ্রেমী আনন্দ মন্ডল, বীরভূম সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক সরোজ কর্মকার,পর্বত আরোহী উজ্জ্বল পাল, শিক্ষক শুভাশিষ গঁড়াইকে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক জুলফিকার জিন্না।

ভগবানকে ‘ইলেকশন এজেন্ট’ বানানো অসম্মানের: দেবাংশু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: পুজোকে দেখিয়ে ভোট চাওয়া, ভগবানকে ‘ইলেকশন এজেন্ট’ বানানো, এটা ভগবানের জন্যও অসম্মানের, এভাবে হাওড়ায় বিজেপিকে কড়া আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের তরুণ নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য।

রবিবার হাওড়ার ২৫নং ওয়ার্ডে এক রক্তদান শিবিরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র তথা রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেলের সভাপতি দেবাংশু ভট্টাচার্য রামলালা’র মূর্তি প্রতিষ্ঠার দিন কলকাতায় সংহতি যাত্রা প্রসঙ্গে দেবাংশু বলেন, বাংলা বার্তা দিয়েছে গোটা দেশের মধ্যে আমরা ইউনিটির পক্ষে। আমরা ভাগাভাগির রাজনীতির পক্ষে নই। রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ওইদিন রাজ্যে অর্ধদিবস ছুটি চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলেন পত্র মারফত সেই বিষয় নিয়েও এদিন কটাক্ষ করেন দেবাংশু। প্রসঙ্গত, এদিন হাওড়ার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ওলাবিবিতলা এলাকায় বিবেকানন্দ শিশু উদ্যানে প্রাক্তন কাউন্সিলর বিশ্বনাথ দাসের উদ্যোগে আয়োজিত এক রক্তদান শিবির ও বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দেবাংশু।

তফসিলি ও সংখ্যালঘুদের যৌথ মঞ্চের বিক্ষোভ ও ধিক্কার মিছিল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: তফসিলি জাতি, উপজাতি, অনগ্রসর ও সংখ্যালঘু ফোরামের যৌথ মঞ্চ বোলপুর মহকুমা তথা বীরভূম জেলা জুড়ে আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে থেকে নানান কাজ করে যাচ্ছে। আদিবাসী মানুষের জমি বেদখল হওয়া, তাদের উপর নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে ।

এমন কি তফসিলি জাতির জন্য হোস্টেল বন্ধ হওয়া ও সরকারী জমি বেদল হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে । আর এতে এক শ্রেণীর দুর্নীতি গ্রস্থ মানুষ ও জমি মাফিয়াদের কারবারে ব্যাঘাত ঘটায় যৌথ মঞ্চের নেতা বৈদ্যনাথ সাহার নামে শান্তিনিকেতন থানায় মিথ্যা মামলা করা হয়েছে। তার নামে শ্লীলতাহানি সহ হুমকির অভিযোগ আনা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে আজ রবিবার দুপুরে যৌথমঞ্চের পক্ষ থেকে ধিক্কার মিছিল করে শান্তিনিকেতন থানার সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়। সভা শেষে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে ন্যায় বিচারের দাবী জানিয়ে একটি স্মারক লিপিও জমা দেন যৌথ মঞ্চের সদস্যরা।

যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে শিবু সরেনে বলেন, “আমাদের সংগঠনের জেলা নেতৃত্বের নামে ভিত্তিহীন সাজানো মামলা দায়ের করে সংগঠনকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, সংগঠনকে ধ্বংস করার চক্রান্ত চলছে। কিন্তু সেটা জমির দালালরা করতে পারবে না। আমরা আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে লড়ছি এবং আগামী দিনেও লড়ে যাব। মিথ্যা মামলা করে আমাদের আন্দোলনকে আটকানো যাবে না”।

পেশাগত কোচিং সেন্টার এবার কালিয়াচকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: কালিয়াচকের মেধা পড়ুয়াদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সোপান তৈরি করতে এগিয়ে এল উদ্ভাবন নামে এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ওড়িষার ভুবনেশ্বরের পর কালিয়াচকে তাদের শাখা পথচলা শুরু করলে রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের হাত ধরে। নিট, আইআইটি জেইই, ডব্লুবি জেইই-র প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি একাদশ ও দ্বাদশের পড়ুয়াদের বিজ্ঞান বিভাগে পারদর্শী করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে পথচলা শুরু করলে উদ্ভাবন। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, ‘এই কয়েক বছরে ৩০০-এর ওপর পড়ুয়া নিট-এ প্রথমের দিকে র‍্যাঙ্ক করে ডাক্তারি নিয়ে পড়াশোনা করছেন। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রেও অনেকে ভাল ভাল জায়গায় পড়াশোনা করছেন। এখানকার পড়ুয়াদের মেধা দেখে উদ্ভাবন নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দু:স্থদের কথা ভেবে এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে।’ এদিন মন্ত্রী ছাড়াও হাজির ছিলেন মালদা মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের সচিব আসিফ ইকবাল, সাউথ মালদা কলেজের অধ্যাপক আরসাদ আলম, শিক্ষিকা তানিয়া রহমত প্রমুখ। প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর কামাল হাসান জানান, ‘ভুবনেশ্বরের পর কালিয়াচকে দ্বিতীয় শাখা খোলা হল। গোটা দেশে নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো বহু শিক্ষক এখানে এসে প্রশিক্ষণ দেবেন। কালিয়াচকে প্রচুর প্রতিভা রয়েছে।

শিল্পকলা ও কবিতা পার্বন রসমতী উৎসব ডায়মন্ডহারবারে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডা. হারবার

আপনজন: বাংলা থেকে কী চিরতরে হারিয়ে যাবে তাল খেজুর গাছ ? বাবুই কোথায় বাসা বুনবে?বাংলার খেজুর গুড়ের পিঠে পুলি নবান্ন উৎসব কী হারিয়ে যাবে বাঙালির জীবন থেকে? এমন ভাবনা নিয়ে দুদিনের শিল্পকলা ও কবিতা পার্বন রসমতী উৎসব শেষ হল শনিবার। ডায়মন্ড হারবার পুরাতন কেল্লার মাঠে আন্তর্জাতিক এই উৎসবে ভার্চুয়ালি যোগ দেয় ছয়টি দেশ।বাংলার চিরায়ত খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হয়।সেই রসের ধারায় নলেন গুড় এক বিশেষ ঋতুতে এই শীতে পাওয়া যায়।সেই রস সংরক্ষণ এবং গাছ কাটা শিল্পীদের পাশে থেকে পরিবেশের এক নতুন বার্তা দিল রসমতী উৎসব। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন বিশিষ্ট কবি অরুণ কুমার চক্রবর্তী, বাংলাদেশ থেকে আসা কবি অর্ণব আশিক কবি বীথি কুইন ,পিঠাশিল্পী আরজুমান সেতু, শিল্পী সুব্রত বিশ্বাস ডায়মন্ড হারবার প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক উপদেষ্টা সাকিল আহমেদ ইঞ্জিনিয়ার শংকর সরকার প্রমুখ। দুদিনের উৎসবে সাড়ে তিনশ শিল্পী যোগ দেন। বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী সারফুদ্দিন আহমদের শিল্প ভাবনায় এই উৎসব সম্পন্ন হয়।

রবিবার হোড়খালী পঞ্চায়েতের পার্বতীপুর পতিত পাবনী উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবকালী স্মৃতি মঞ্চে রক্তদান শিবির হয়।
ছবি: সেক আনোয়ার হোসেন

রমজানিয়া মার্কাজের তিন দিনের ইজতেমা

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: মগরাহাটের রমজানিয়া মারকাজের তিন দিনের এস্তেমার শেষ দিনে হাজার হাজার মুসল্লিদের সমাগম হয়। উল্লেখ্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট রমজানিয়া মারকাজ অতি ঐতিহ্যশালী পুরাতন মারকাজ নামে পরিচিত। জানা গিয়েছে, প্রায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হবে সেই জন্য মারকাজের নিজস্ব জায়গাই এ বছর ইজতেমা না করে হলুদবেড়িয়া ময়দানে এস্তেমার আয়োজন হয়েছে। রবিবার ইজতেমার শেষ দিনে মাগরিব বাদ বিরাট মজমা হয়। দিল্লি থেকে আগত জিম্মাদাররা তবলীগ জামাতের কথা বলেন। ঈমান নামাজ রোজা হজ্ব যাকাত নিয়ে দীর্ঘক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। সোমবার দোয়ার মাধ্যমে এস্তেমা সমাপ্ত হবে।

রহস্যজনকভাবে মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ছেলে মেয়েকে মানুষ করার জন্য ভিন্ন রাজ্য কেরলে পাড়ি দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গীর ঝাউদিয়া চাদবিলা পাড়ার সাবদুল মন্ডল।বর্তমানে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা প্রায় ঘটে চলেছে।মুর্শিদাবাদ মানেই পরিযায়ী শ্রমিক দেশের পাশাপাশি দেশের বাইরেও বিভিন্ন দেশে পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে মুর্শিদাবাদের। গত কয়েক দিন আগেই ডোমকল রানীনগরের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসেন এবার কেরল রাজ্যে মৃত্যু হল জলঙ্গীর এক শ্রমিকের। ঘটনার খবর আসে শনিবার রাতে বাড়িতে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে, তবে মৃত্যুর পিছনে রহস্য রয়েছে বলে দাবি পরিবারের। ঘটনায় কান্নায় শোকাহত হয়ে পড়েছেন তার ছেলে মেয়ে সহ পরিবারের সদ্যরা। এ ঘটনা শনিবার সন্ধ্যায় কেরলের এরনাকুলামের আলুয়া গ্যারেজ সংলগ্ন এলাকার। সেখানেই কর্মসূত্রে থাকতেন তিনি। মৃত ঐ শ্রমিকের নাম সাবদুল মন্ডল (৩৮) তার বাড়ি মুর্শিদাবাদের জলঙ্গীর ঝাউদিয়া চাদবিলা পাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে খবর, মাস তিনেক আগে ছেলে মেয়ের ভবিৎষতের কথা ভেবে নিজ ঘর ছেড়ে কেরলের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন তিনি। সেখানে শ্রমিকের কাজ করতেন। কখনো রাজমিস্ত্রির হেল্পার তো কখনো পাথরের কাজ। শনিবার কাজ সেরে রুমের পাশেই ছিলেন। হঠাৎ লাইন দিয়ে ট্রেন যাওয়ার পরেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে খবর আসে বাড়িতে। ঘটনায় স্থানীয় থানায় খবর দিলে পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।পরিবারের আরো দাবি মৃত্যুর ঘটনার সঠিক তদন্ত করা হোক ।

ডা. বিপ্লব চ্যাটার্জী স্মৃতি উৎসব মেমারিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেমারি

আপনজন: রবিবার ডা. বিপ্লব চ্যাটার্জী স্মৃতি উৎসব উদযাপন করল দক্ষিণ মেমারি খাঁড়ো যুবক সংঘ। দক্ষিণ মেমারি খাঁড়ো যুবক সংঘের উৎসব মঞ্চটি ডাক্তার বিপ্লব চ্যাটার্জীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় এবং নামকরণ করা হয় ‘ডাক্তার বিপ্লব চ্যাটার্জী স্মৃতি সম্প্রীতি মঞ্চ’। এই উৎসব উপলক্ষে অঙ্কন প্রতিযোগিতা, বৃক্ষরোপণ, শীতকালীন বস্ত্র বিতরণ, সম্প্রীতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সূচনায় ব্যাট করেন বিধায়ক ও বল করেন থানার সেকেন্ড অফিসার। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে চারটি টিম মেমারি থানা একাদশ, বিডিও একাদশ, মেমারি মাদ্রাসা একাদশ ও ডাক্তার বিপ্লব চ্যাটার্জী একাদশ। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে মেমারি বিডিও একাদশ ও ডাক্তার বিপ্লব চ্যাটার্জী স্মৃতি মঞ্চ একাদশ। বিজয়ী হয় মেমারি বিডিও একাদশ। উৎসবের সূচনা করেন মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, মেমারি পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন বিষয়ী, ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিয় সামন্ত, কাউন্সিলর ডঃ কৃষ্ণ পদবী বিশ্বাস, শেখ ইউসুফ, ডক্টর চিরঞ্জীব বিশ্বাস, ডাক্তার বিপ্লব চ্যাটার্জীর পিতা তথা ক্লাবের অন্যতম সদস্য গৌতম চ্যাটার্জী, সেখ সবুরউদ্দিন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন খেলার মাঠে মেমারি ১ বিডিও অফিসের পক্ষ থেকে ভোটারদের সচেতন করা হয়। পরে মাঠে আসেন মেমারি থানার সেকেন্ড অফিসার বিশ্বজিৎ দাস, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ ব্যানার্জী। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ হাঁসদা সহ অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষবৃন্দ, মেমারি মাদ্রাসার সম্পাদক কাজী মহঃ ইয়াসিন, মেমারি পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান অভিজিৎ কোঙার। বিধায়ক এবং পরে আসা অতিথিবৃন্দ বস্ত্র বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় ৫৩ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে অঙ্কন প্রতিযোগিতা সহ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এদিন সম্প্রীতি প্রতিযোগিতায় ম্যান অফ দ্য সিরিজ সুব্রত চক্রবর্তী, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ উজ্জ্বল দে, বেস্ট বোলার অঙ্কুর যাদব ও বেস্ট ফইল্ডআর ওয়ারিশ কুরেসী নির্বাচিত হন।

‘নিউরো ফিজিক্স’ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সূচনা সামশেরগঞ্জের বাসুদেবপুরে

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: বাবার হাত দিয়েই “নিউরো ফিজিক্স” কোচিং সেন্টারের উদ্বোধন হল মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জের বাসুদেবপুরে। রবিবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাসুদেবপুর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় পথ চলা শুরু করে নিউরো ফিজিক্স। মূলত ডাক্তারী প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষা WBJEE এবং UG লেভেলের সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি দিতে এবং বিশেষ ভাবে কোচিং প্রশিক্ষণ দিতেই সর্বপ্রথম এলাকায় শুরু হলো এধরনের কোচিং সেন্টার। এদিন প্রতিষ্ঠানের কর্নধার আজহারউদ্দিন আহমেদের বাবা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিক্ষানুরাগী আশরাফুল হক নিজের হাতে ফিতে কেটে নিউরো ফিজিক্স এর উদ্বোধন করেন। এদিন নিউরো ফিজিক্স কোচিং সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, কোচবিহার পঞ্চাননবর্মা ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন ডিন প্রফেসর প্রবীর কুমার হালদার, জেলা পঞ্চায়েত ও রুরাল ডেভলমেন্ট অফিসার মইদুল ইসলাম, জেলা পরিষদ সদস্য তহমিনা বিবি, চাচন্ড বি জে হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মিজাউর রহমান, সহকারী শিক্ষক আব্দুল খালেক ও আব্দুল মালেক, প্রতিষ্ঠানের কর্নধার আজহারউদ্দিন আহমেদ, আনসারুল ইসলাম ও তার ভাইয়েরা সহ অন্যান্য বহু বিশিষ্টজনেরা। উদ্যোক্তারা জানান, নিট বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে আর কোটা বা কলকাতা নয়, এলাকার সমস্ত ছেলেমেয়েরা নিজের এলাকাতেই একই ফ্যাসিলিটির কোচিং পাবেন। উপকৃত হবেন বিড়ি শ্রমিক রাজমিস্ত্রি অধ্যুষিত এলাকার সাধারণ মানুষ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পথ চলতি ভিক্ষুকদের শীত বস্ত্র বিলি

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: অসহায় দুঃস্থ ও পথ চলতি ভিক্ষুকদের শীত বস্ত্র বিতরণ করা হলো টিম অফ এমএলএ কানাই চন্দ্র মন্ডল সংগঠনের উদ্যোগে। নবগ্রামের পলসন্ডার একদল যুবকদের উদ্যোগে বিধায়ক কানায় চন্দ্র মন্ডল এর তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে টিম অফ এমএলএ কানাই চন্দ্র মন্ডল নামে একটি সংগঠন । বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে তারা মানুষের পাশে থেকে আসছে। কখনো চিকিৎসা পরিষেবায় সহযোগিতা তো কখনো রক্তের জোগান, পড়াশোনার কাজে সহযোগিতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময় আপদে বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ায় সংগঠনটি। রবিবার নবগ্রামের পলসন্ডা মোড়ে প্রায় ১০০ জন পথ চলতি ভিক্ষুক সহ গরিব অসহায় মানুষদের শীতবস্ত্র হিসাবে কম্বল তুলে দেয় সংগঠনটি। শুধু তাই নয় শীতের এই মৌসুমে আবারো বিভিন্ন সময় গরীব মানুষদের পাশে দাঁড়াবে তাঁরা বলে জানিয়েছেন সংগঠনের কর্মকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন নবগ্রামের বিধায়ক কানায় চন্দ্র মন্ডল, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য ও নারায়নপুর অঞ্চল প্রধান উত্তম মন্ডল, সংস্থার সদস্য ও বিশিষ্ট সমাজসেবী হযরত আলী মল্লিক সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যগণ।

৭৫ বর্ষ পূর্তি প্রধান শিক্ষক সমিতির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার জাতীয়তাবাদী শিক্ষক সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠিত হল কলকাতা ইউনিভার্সিটি অডিটোরিয়ামে। উদ্বোধনী নৃত্য গণেশ বন্দনা য় অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। পরিবেশন করেন “জাগরণ” নৃত্যগোষ্ঠি। এরপর স্বাগত ভাষণ রাখেন সমিতির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণাংশু মিশ্র। অনুষ্ঠানের গরিমা বৃদ্ধি করেন বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী দেবিপ্রসাদ দুয়ারী, স্বামী সুপর্ণা নন্দ মহারাজ প্রমুখ গুণীজন। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান শেষ হয় সমিতির রাজ্য সভাপতিশ্রিদাম চন্দ্র জানার বক্তব্যে। বিরতির পর হয় সুন্দর বিচিত্রা অনুষ্ঠান। সঙ্গীত শিল্পী জেসিকা সেন,শিল্পী পলাশ কুমার সঙ্গীত পরিবেশন করেন।হয় মাইমের অনুষ্ঠান।জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে এই মহতী অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়।

কলকাতা পুলিশের হাফ ম্যারাথনে তোরণ ভেঙে জখম মুরলীধর শর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি ●কলকাতা

আপনজন: কলকাতা পুলিশের হাফ ম্যারাথনে বিপত্তি। হাওয়ায় একটি ওভারহেড তোরণ ভেঙে পড়ে রেড রোডে। জখম হন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা। মাথায় ও ঘাড়ে চোট পেয়েছেন তিনি। ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার মাথায় গুরুতর চোট লেগেছে।কলকাতা পুলিশের হাফ ম্যারাথনে বিপত্তি, তোরণ ভেঙে জখম পুলিশকর্তা মুরলীধর শর্মা। কি করে এই অঘটন ঘটল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ।

হাফ ম্যারাথনে অংশ নিয়েছিলেন সৌরভ, দেব, সহ একাধিক সেলিব্রেটিরা। রবিবার ভোরে কুয়াশার মধ্যে যখন প্রচন্ড হাওয়া বইছিল সেই সময় রেড রোডের ওপর ওভারহেড থাকা তোরণটি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে।এই হাফ ম্যারাথন দৌড়ের জন্য রেড রোড সহ ধর্মতলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সকাল থেকে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে কলকাতা পুলিশ।

ফুটবল টুর্নামেন্ট ভাতারে

সম্প্রীতি মোল্লা ●ভাতার

আপনজন: রবিবার জমজমাট ফুটবল ফাইনাল খেলা পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের মোহনপুর ফুটবল মাঠে। জানা যায়, পূর্ব বর্ধমানের ভাতার ব্লকের বনপাস গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মোড়লপাড়া সিংহবাহিনী সংঘ এবং ঘোষপাড়া আরাধনা সংঘের উদ্যোগে মাসখানেক আগে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের ফাইনাল খেলা রবিবার মুখোমুখি হয় মেমারি ফুটবল ক্লাব বনাম গলসি ফুটবল ক্লাব। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৩-০ গোলে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হিসেবে ঘোষিত হয় গলসি ফুটবল ক্লাব। খেলায় বিজয়ী ও বিজিত দলকে সুদর্শনীয় ট্রফি সহ আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও 'ম্যান অফ দা ম্যাচ', 'ম্যান অব দ্যা সিরিজ' সহ একাধিক খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করা হয়। উদ্যোক্তারা জানান যুব সমাজকে মাঠমুখি করার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী দিনে ও এই ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে খেলাধুলার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ভাতার পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বনপাস গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জয়ন্ত হাটি, প্রতিযোগিতার প্রধান উদ্যোক্তা শুভদীপ মণ্ডল সহ অসংখ্য ফুটবল প্রেমীরা। ভাতার পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষাও ক্রীড়া কর্মদক্ষ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, -"যুব সমাজের শিক্ষা ও চারিত্রিক গঠনের ক্ষেত্রে খেলাধুলার বিকল্প নেই"।

বর্ণবাদী মন্তব্যের জেরে মাঠ ত্যাগ মিলান গোলকিপারের, পাশে দাঁড়ালেন এমবাপ্পে

আপনজন ডেস্ক: ইতালিয়ান লিগ সিরি 'আ'তে এসি মিলান-উদিনেসে ম্যাচে ২৬ মিনিটের খেলা চলছিল তখন। খেলা থামিয়ে হঠাৎই রেফারির দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেল এসি মিলান গোলকিপার মাইক মাইনিয়ঁকে। রেফারিও তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে এলেন। অঙ্গভঙ্গী দেখে বোঝা যাচ্ছিল, রেফারিকে বর্ণবাদী আচরণ নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছেন মাইনিয়ঁ। অভিযোগ জানানোর মধ্য দিয়ে তখনকার মতো শেষ হয় ঘটনাটি। এরপর ৩১ মিনিটে রুবেন লুফটাস-চেকের গোলে উদিনেসের মাঠে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় মিলান।

এই গোলের পরই আবার দৃশ্যপটে মাইনিয়ঁ। এবার খেলা থামিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগ করতে করতে বেরিয়ে যান মাঠ থেকে। সাইডলাইনে কিছু সময় সতীর্থদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে মাইনিয়ঁ চলে যান টানেলের দিকে। কেউ কেউ এ সময় তাঁকে ফেরানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু কারও ডাকে সাড়া দেননি ফরাসি গোলরক্ষক। ঢুকে পড়েন টানেলে। টানেল থেকে কর্মকর্তারা শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে আনেন মাইনিয়ঁকে।

সব মিলিয়ে ১০ মিনিট বন্ধ থাকার পর আবার শুরু হয় খেলা। শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে ম্যাচটি জেতে মিলান। এ জয়ের পর ২১ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার তিনে আছে মিলান। কিন্তু ম্যাচ শেষে জয়-পরাজয় ছাপিয়ে আলোচনায় ছিল মাইনিয়ঁর সঙ্গে হওয়া বর্ণবাদী আচরণ এবং তাঁর মাঠ ছেড়ে যাওয়ার ঘটনা।

ম্যাচ শেষে ২৪ বছর বয়সী মাইনিয়ঁ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'তারা বানরের মতো করে চিৎকার করছিল। আমি বলেছি, আমরা এভাবে ফুটবল খেলতে পারি না। এমন ঘটনা আমার সঙ্গে এই প্রথম হয়নি। তাদের কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিতে হবে। কারণ, কথা দিয়ে কিছুই হয় না। আমাদের বলতে হবে যে তারা যা করছে, তা ভুল। সব দর্শক এমন নয়। বেশির ভাগ দর্শক তাদের দলকে সমর্থন করবে, আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেটা এভাবে নয়।'

২৫০০ কোটি টাকাতে ২০২৮ সাল পর্যন্ত আইপিএলের টাইটেল স্পনসর টাটা

আপনজন ডেস্ক: ২০২২ সালে প্রথমবার আইপিএলের টাইটেল স্পনসরের (প্রধান পৃষ্ঠপোষক) স্বত্ব পেয়েছিল টাটা গ্রুপ। গত মৌসুমেও টাটাই ছিল মূল পৃষ্ঠপোষক। ভারতের বহুজাতিক কোম্পানিটি আরও পাঁচ বছর আইপিএলের সঙ্গে থাকছে। এ জন্য তারা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) দেবে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, যা আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ মূল্যে পৃষ্ঠপোষকতার রেকর্ড।

এর আগের রেকর্ডটি ছিল ভিভোর। ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তিন দফা চুক্তিতে বিসিসিআইকে ১ হাজার ৫২০ কোটি টাকা দিয়েছিল চীনের এই প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান। তবে ২০২১ আইপিএল শেষে সমঝোতার ভিত্তিতে ভিভোর সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে বিসিসিআই। মূলত ওই সময় ভারত ও চীনের সামরিক বাহিনীর সংঘাতের পরও ভিভো আইপিএলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ভারতজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়। ফলে দুই পক্ষ সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি বাতিল করে। এরপরই ভিভোর জায়গা নেয় টাটা।

বিসিসিআই আজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের আইপিএলেও (অফিশিয়াল নাম উইমেন'স প্রিমিয়ার লিগ) টাইটেল স্পনসর থাকবে টাটা। ২০২৪ সাল থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর কোম্পানিটি ভারতীয় বোর্ডকে ৫০০ কোটি টাকা করে দেবে। ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আইপিএলের টাইটেল স্পনসরের স্বত্ব পেতে দেশটির আরেক বহুজাতিক কোম্পানি আদিত্য বিড়লা গ্রুপও টাটা গ্রুপের সমপরিমাণ অর্থ বিসিসিআইকে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু টাটা যেহেতু ২০২২ সাল থেকে আইপিএলের সঙ্গে যুক্ত আছে, তাই তাদের সঙ্গে আরও ৫ বছর চুক্তি নবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

টাটা গ্রুপের নতুন সঙ্গে চুক্তির পর আইপিএলের চেয়ারম্যান অরুণ সিং ধুমাল বলেছেন, '২০২৪ থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত টাইটেল স্পনসর হিসেবে টাটা গ্রুপের সঙ্গে এই চুক্তি আইপিএলের যাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। ২৫০০ কোটি টাকাতে এই রেকর্ড চুক্তি প্রমাণ করে, খেলার জগতে আইপিএলের মূল্য ও আবেদন কত বেশি। এই অভূতপূর্ব অর্থ লিগ ইতিহাসে শুধু একটি নতুন মাপকাঠিই স্থাপন করেনি, বরং বিশ্বের অন্যতম প্রধান ক্রীড়া ইভেন্ট হিসেবে আইপিএলের প্রভাবশালী অবস্থানও নিশ্চিত করে। ক্রিকেট ও খেলাধুলার প্রতি টাটা গ্রুপের প্রতিশ্রুতি সত্যিই প্রশংসনীয়। আমরা একসঙ্গে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে ও ক্রিকেট অনুরাগীদের অতুলনীয় বিনোদন দিতে মুখিয়ে আছি।'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বছর হওয়ায় এবারের আইপিএল নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের আগ্রহ বেশিই থাকার কথা। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের ১৬তম আসর আগামী ২২ মার্চ শুরু হওয়ার কথা, শেষ হবে মে মাসের শেষ সপ্তাহে। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ-যুক্তরাষ্ট্রে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে ১ জুন।

উদয়চাঁদপুর স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া ও মানোয়ার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার

রঙ্গিলা খাতুন ●জীবন্তি

আপনজন: কনকনে শীত, কুয়াশা হালকা বৃষ্টি উপেক্ষা করে খেলা মেলায় পরিনত হল শিক্ষার্থীদের নিয়ে । তার সঙ্গে উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রাক্তনীদের মেলবন্ধন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্যেই উঠে এলো স্কুল জীবন থেকে স্কুলের শিক্ষক জীবনের বিভিন্ন ফেলে আসা স্মৃতি।

মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার অন্তর্গত জীবন্তির উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলে ছিল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সকাল ১১ টার সময় জাতীয় সংগীত, পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করেন কান্দি সার্কেলের সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক সুশান্ত প্রসাদ দাস, উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুজ্জোহা বিশ্বাস, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এবং 'সোহরাওয়ার্দী পরিবার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার' বই এর স্রষ্টা আলিমুজ্জমান, ক্রীড়া শিক্ষক মোঃ বাসারুদ্দিন , বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি মসির আলী ছাড়াও উদয়চাঁপুর হাইস্কুলের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম প্রধান শিক্ষক মানোয়ার হোসেন এর স্ত্রী তথা এই স্কুলেরই প্রাক্তন শিক্ষিকা আলেয়া হোসেন। উল্লেখ্য উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বড়ো ঐতিহ্য রয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার এই স্কুলের যে সমস্ত শিক্ষার্থী প্রথম, দ্বিতীয় হয় তাদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতার দিন "মানুয়ার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার" হিসাবে স্কলারশিপ দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী তথা স্কুলের শিক্ষিকা আলেয়া হোসেন বলেন " ১৯৬৭ সালে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা এবং প্রথম প্রধান শিক্ষক। তাই মানোয়ার হোসেন মানে এই স্কুলে রক্তের টান, নাড়ীর টান। সে সারাজীবন এই স্কুলের উন্নতির জন্য ভেবেছেন। তার চলে যাওয়ার পর ২০০০ সাল থেকে অসহায় এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার কথা মাথায় রেখে "মানোয়ার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার চালু করা হয়।" প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এবং লেখক আলিমুজ্জমান বলেন, একটা সময় ছিল যখন গ্রামের মেয়েরা পড়াশোনায় এগিয়ে আসতে চাইতো না, পারিবারিক এবং সামাজিক সমস্যা ছিল কিন্তু ১৯৯৫ পর অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছিল সেই তুলনায় এখন মেয়েরা যেমন এগিয়ে তেমনি স্কুলের অনেক উন্নতি হয়েছে। আমি থাকাকালীন অল্প শিক্ষক নিয়ে স্কুল চালিয়েছি, তাদের মধ্যে অনেকেই ডাক্তার, মাষ্টার, সাংবাদিক এই কথা ভেবে খুব ভালো লাগছে। কান্দি সার্কেলের সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক সুশান্ত প্রসাদ দাস বলেন, সুন্দর পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাছাড়া এই স্কুলের মানোয়ার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার কথা জানতে পেরে ভালো লাগছে।

পুরসায় ফুটবল খেলায় জয়ী জোগ্রাম ফুটবল কোচিং সেন্টার

আজিজুর রহমান● গলসি

আপনজন: পুরসা অগ্রগামী যুব সংঘের ফুটবল খেলায় জয়ী হল জোগ্রাম ফুটবল কোচিং সেন্টার। শনিবার বিকালে ট্রাইব্রেকারে তারা এরুয়ার উদয়াচল ক্লাবকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেয়। জানা গেছে, প্রতি বছরই ন্যায় এবছরও চ্যাম্পিয়ন ট্রফির আয়োজন করেন ক্লাবের কর্মকর্তারা। তাদের ফুটবল প্রতিযোগিতা ৩৭ তম বর্ষে পদার্পণ করলো। দ্বিতীয় দিনের ওই খেলার শুরুর ৪৫ মিনিটে এরুয়ারের খেলোয়াড় শিবনাথ সোরেন চমৎকার একটি গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। কিন্তু ২ মিনিটের মধ্যেই জৌগ্রামের খেলোয়াড় মিলন মারান্ডি সেই গোল পরিশোধ করে দলকে সমতায় ফেরান। নির্ধারিত সময়ে খেলা অমীমাংসিত থাকায় ট্রাইব্রেকারে মাধ্যমে খেলার ফলাফল নির্ধারণ করা হয়। ট্রাইব্রেকারে ৬-৫ গোলে বিজয়ী হয় জোগ্রাম কোচিং সেন্টার। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন এরুয়ারের শিবনাথ সোরেন।

'রোহিতকে দ্বিতীয়বার ব্যাটিং করতে দেওয়া উচিত হয়নি'

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচ টাই, সুপারও ওভার টাই, এরপর দ্বিতীয় সুপার ওভারে ম্যাচের মীমাংসা– ১৭ জানুয়ারি বেঙ্গালুরুর ভারত-আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টিতে দেখা গেছে এমন নাটকীয়তা। কিন্তু ম্যাচ ছাপিয়ে সেদিন বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল রোহিত শর্মার দ্বিতীয় সুপার ওভারে ব্যাটিংয়ের বৈধতা নিয়ে। প্রথম সুপার ওভারে রিটায়ার্ড আউট হওয়ার পরও দ্বিতীয় সুপার ওভারে ব্যাট করেন ভারত অধিনায়ক, যা আইসিসি আইনের পরিপন্থী।

এ নিয়ে ম্যাচে বা ম্যাচের পর আফগানিস্তান দল থেকে সরাসরি কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। কোচ জোনাথন ট্রট শুধু 'নিয়ম জানা নেই' বলে মন্তব্য করেছিলেন। ঘটনার কয়েক দিন পর এ নিয়ে মুখ খুলেছেন আফগান পেসার করিম জানাত। সেদিন বেঙ্গালুরুর ম্যাচটিতে খেলা এই পেসার বলেছেন, রোহিতের দ্বিতীয়বার ব্যাটিংয়ে নামার অনিয়ম সম্পর্কে তাঁর দলের জানা ছিল না। পরে জেনেছেন, ভারত অধিনায়ককে দ্বিতীয়বার ব্যাটিং করতে দেওয়া উচিত হয়নি।

সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে ২০ ওভারের ম্যাচ ভারত, আফগানিস্তান দুই দলই ২১২ রান তুললে ম্যাচ সুপার ওভারে গড়ায়। সুপার ওভারেও দুই দল তোলে ১৬ রান করে। এর মধ্যে ভারতের রান তাড়ায় পঞ্চম বলের পর রিটায়ার আউট হিসেবে উঠে যান রোহিত। উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার, শেষ বলে ভারতের দরকার দুই রান। নন-স্ট্রাইকে থাকায় রোহিতের দৌড়ানো ছাড়া কাজ নেই, আর ওই দৌড়ের জন্যই ক্লান্ত রোহিত নিজে উঠে গিয়ে রিংকু সিংকে মাঠে পাঠান। যদিও শেষ বলে ভারত এক রানই নিতে পেরেছে, সুপার ওভারও শেষ হয় সমতায়। আইসিসি প্লেয়িং কন্ডিশন অনুসারে, প্রথম সুপার ওভারে আউট হওয়া ব্যাটসম্যান পরের সুপার ওভারগুলোতে ব্যাট করতে পারেন না। প্রথম সুপার ওভারে বল করা বোলারও পরেরগুলোতে বল হাতে নিতে পারেন না।

আফগানিস্তানের হয়ে আজমতউল্লাহ ওমরজাই প্রথম সুপার ওভারে বল করলেও নিয়ম মেনে পরেরটিতে বল হাতে নেন ফরিদ আহমেদ। কিন্তু ভারতের ব্যাটিংয়ে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে রোহিতকে নামতে দেখা যায়। ফরিদের প্রথম তিন বলে রোহিত ১১ রান তোলেন, যে রানে ভর করে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় সুপার ওভারে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। এ নিয়ে ধারাভাষ্যে থাকা ভারতের সাবেক ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া বলেন, নিয়ম অনুসারে রোহিতকে ব্যাটিং করতে দেওয়া ঠিক হয়নি। তিনি আহত ছিলেন না, স্বেচ্ছায়ই মাঠ ছেড়ে আউট হয়েছেন।

তবে আফগানিস্তান দল থেকে এ নিয়ে স্পষ্ট কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়নি। ঘটনার তিন দিন পর প্রথম আফগান ক্রিকেটার হিসেবে দুবাইয়ে হিন্দুস্তান টাইমসের কাছে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন জানাত। ম্যাচের দিন কোচ ট্রটের বলা 'নিয়ম জানা নেই'য়ের পুনরাবৃত্তি করে জানাত বলেন, 'আমরা আসলে নিয়মটা সম্পর্কে জানতাম না। আমাদের ম্যানেজমেন্ট আম্পায়ারদের সঙ্গে কথা বলেছে। রোহিত ব্যাটিং করল। আমরা পরে জানলাম যে তাঁকে ব্যাটিং করতে দেওয়া উচিত হয়নি। একজন ব্যাটসম্যান রিটায়ার্ড আউট হলে আর ব্যাট করতে পারে না।'

আফগানিস্তান দল ম্যাচের পর যেমন কোনো অবস্থান জানায়নি, এখনো চুপই থাকতে চায় তারা, 'এখন তো কিছুই করার নেই, যা ঘটার ঘটে গেছে। আমাদের অধিনায়ক এবং কোচ পরে এ নিয়ে কথা বলেছে।

যদিও কী কথা হয়েছে তাঁরাই জানেন'—বলছিলেন আইএল টি-টোয়েন্টিতে গালফ জায়ান্টসে হয়ে খেলা জানাত।

প্যারিস অলিম্পিকে খেলতে চান মেসি, দি মারিয়া

আপনজন: আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ হাভিয়ের মাচেরানো বলেছিলেন আগেই। একই চাওয়ার কথা জানিয়েছেন আর্জেন্টাইন ফুটবলার থিয়াগো আলমাদাও। এমনকি ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) প্রেসিডেন্ট টমাস বাখও নিজের ইচ্ছা লুকাননি।

এবার জানা গেল লিওনেল মেসির ইচ্ছাও একই। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম ডিরেকটিভি স্পোর্টস জানিয়েছে, প্যারিস অলিম্পিকে খেলতে চান আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। মেসির সঙ্গে অলিম্পিকে খেলার ইচ্ছা আনহেল দি মারিয়ারও।

বয়সভিত্তিক ফুটবলের বাইরে আর্জেন্টিনার হয়ে মেসি ও দি মারিয়ার প্রথম বড় অর্জন ছিল ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকে সোনা জয়। ক্যারিয়ারের শেষবেলায় দুজনই আবার অলিম্পিকে খেলার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। এর মধ্যে দি মারিয়া জুন-জুলাইয়ে কোপা আমেরিকা খেলেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। অলিম্পিক দলে ডাক পেলে প্যারিসেই ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন বেইজিং অলিম্পিক ফাইনালের গোলদাতা দি মারিয়া। অবশ্য মেসি-দি মারিয়া নিজেরা এবং কোচ মাচেরানো প্যারিস অলিম্পিকের বিষয়ে ইতিবাচক থাকলেও তাদের ইচ্ছা পূরণ হবে কি না, এখনই নিশ্চিত নয়। কারণ, আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব-২৩ দলের অলিম্পিকে অংশগ্রহণ এখনো নিশ্চিত হয়নি। জুলাই-আগস্টে ফ্রান্সে হতে যাওয়া অলিম্পিকে খেলবে ১৬টি দল। এর মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে সুযোগ পাবে দুটি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**